ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 01 July 2021 ■ আগরতলা ০১ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ১৬ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত, ত্রাণ শিবিরে বহু পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া/ উদয়পুর, ৩০ জুন।। বুধবার দুপুরের পর থেকে রাজ্যের সর্বত্রই ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। মুশলধারে বৃষ্টিতে বিভিন্ন মহকুমা সদরগুলির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের রাজপথে বরাবরের মতোই জল জমে যায়। তবে বৃষ্টি থামার কিছু সময়ের মধ্যেই জল নেমে গিয়েছে। এদিকে, তেলিয়ামুড়া দশমিঘাট, ঋষি পাড়া, রাজনগর ইত্যাদি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। খোয়াই নদীর জল ওইসব এলাকায় ঢুকে পড়েছে। বাড়ি ঘরে জল জমে গিয়েছে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এইসব এলাকার লোকজনকে নিরাপদ স্থানে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার আনন্দমার্গ স্কুল এবং শিশু মালঞ্চ স্কুলে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এই দুই জায়গায় পাঁচশ পরিবারকে স্থান দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, উদয়পুরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীকাল ভারী বৃষ্টিপাত হবে রাজ্যে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে আরও জানানো হয়েছে, বুধবারের বৃষ্টিতে রাজ্যের কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবাও কোথাও কোথাও বিঘ্নিত হয়েছে।

মুঙ্গিয়াকামীতে পাহাড়ের মাটি ধসে এক পরিবারের তিনজন

উদয়পুর

তেলিয়ামুড়া

এদিকে, সারাদিনের ভারী বর্ষণে এক পরিবারের বসতঘরে ধ্বস ভেঙ্গে পড়ে আহত পরিবারের তিনজন সদস্য। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের তুই কর্মা এলাকায় বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ। প্রতিদিনের মত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে ছিলেন এই পরিবারের লোকজন। বসত ঘরের পাশে ছিল টিলা। সারাদিনের বর্ষণের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত মহকুমা শাসক সহ রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ত্রিপুরায় সাধারণ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল হয়েছে। আজ মোট ৩১ জন আধিকারিকের তালিকা প্রকাশ হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৪ জন টিসিএস এবং ৭ জন আইএএস আধিকারিক রয়েছেন। তাতর্যের বিষয় হল, তালিকা মোতাবেক ৭ জন মহকুমা শাসকের বদলির আদেশ জারি হয়েছে।

অনেকদিন বাদে ত্রিপুরায় একত্রে বড়মাত্রায় প্রশাসনে রদবদল করা হয়েছে। পুর কমিশনার সিদ্ধার্থ শিব জৈসওয়াল-কে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা পদে বদলি করা হয়েছে। তাছাড়া পূর্বের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা এবং আয়ুষ্মান ভারতের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের দায়িত্ব অতিরিক্ত পালন করবেন। এদিকে, চাঁদনী চন্দন-কে বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে আক্রান্ত শাসকদলের মহিলা নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ধর্মনগর পুর পরিষদের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট নবমিতা আচার্যীর বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। ঘটনা সরজমিনে পরিদর্শন করলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। মঙ্গলবার রাতে ধর্মনগর যুবমোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট নবমিতা আচার্যের শিববাড়িস্থিত বাড়িতে কিছু দুষ্কৃতীকারী হামলা চালায়।

পুরা মোবিল দিয়ে বাড়ির বাইরের দেওয়াল নষ্ট করে দেয় এবং টিউব লাইট দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢিল ছুড়েছে। কিন্তু কে বা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিশন মুডে তিনদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ স্কিমের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। মিশন মুডে তিনদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ স্কিমের অধীন সমস্ত সুবিধাভোগীর কাছে শুকনো রেশন অথবা ডিবিটি-র মাধ্যমে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সামগ্রিক বিষয়টি নজরদারির জন্য ত্রিপুরা সরকার ২৩টি মহকুমায় পদস্থ আধিকারিক নিয়োগ করেছে। রাজস্ব দফতরের সচিব এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই সকল আধিকারিককে মহকুমা সফরের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, মহকুমা সফর শেষে পরিস্থিতি বর্ণনা করে মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে রাজ্য সরকার আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল শ্রেণির জন্য প্যাকেজের ঘোষণা করেছে। ওই প্যাকেজের অধীনে শুকনো খাবার সরবরাহ করা হবে। এই স্কিম অনেকদিন ধরে চালু রয়েছে। কিন্তু এখনও লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন স্থানে ওই স্কিম নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে লাগাতার কারফিউর জেরে গরিব অংশের মানুষ রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারি প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে সুবিধা যাচ্ছে না। একাংশের গাফিলতির কারণেই ত্রিপুরা সরকারের মুখ পুড়ছে তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। তাই, এখন মিশন মুডে ওই স্কিমের অধীন সুবিধাভোগীদের কাছে শুকনো খাবার কিংবা নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে।

রাজস্ব সচিব বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৩০ জুন থেকে ২ জুলাইয়ের মধ্যে ওই স্কিমের অধীন সমস্ত সুবিধাভোগীর কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মহকুমায় একজন করে পদস্থ আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা মহকুমা সফর করে সামগ্রিক বিষয়ের উপর নজরদারি চালাবেন। সময়সীমা সমাপ্ত হওয়ার পর মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। প্রসঙ্গত, ওই প্রকল্পের অধীন প্রায় ৭ লক্ষাধিক পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে দুটি ঘাঁটি রয়েছে এনএলএফটি জঙ্গী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন এনএলএফটির দুটি ঘাঁটি এখনও বাংলাদেশের মাটি রয়েছে। সেখান থেকেই জঙ্গী দলটি তাদের নাশকতামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী ও আধিকারীকরা এই তথ্য পেয়েছে। সেই মোতাবেক একটি রিপোর্টও তৈরী করা হয়েছে। ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে এনএলএফটি বিশ্বমোহন গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা চল্লিশ। এবং তাদের নেতারা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলাদেশে অবস্থান করছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বমোহন দেববর্মা যে জঙ্গীদলের উপদেষ্টা সে বর্তমানে মিজোরামে অবস্থান করছে। জেকব রাঙ্খল রয়েছে মায়ানমারে, উৎপল দেববর্মা স্বঘোষিত সেক্রেটারি জেনারেল, সোনাধন দেববর্মা স্বঘোষিত ফিনান্স সেক্রেটারি এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী দাস। প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণেই এই পদত্যাগ গৃহীত হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা তাঁর পদত্যাগপত্র বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং আইপিএফটি সভাপতির কাছেও এর প্রতিলিপি দিয়েছেন তিনি। এ-বিষয়ে আজ বুধবার বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী দাস বলেন, পত্রবাহকের মাধ্যমে পাঠানো পদত্যাগপত্র নিয়ম অনুযায়ী গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে পদত্যাগী বিধায়কের সশরীরে হাজির হয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে অধ্যক্ষের সামনে তাঁকে পুনরায় স্বাক্ষর করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছু সময় যাওয়ার পর পদত্যাগী বিধায়ক মত পরিবর্তন করে থাকেন।

এদিকে, পদত্যাগী বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা আইপিএফটি থেকেও পদত্যাগ করেছেন। দল ও বিধায়ক পদ ছাড়ার পর তিনি আইপিএফটি সম্পর্কে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আইপিএফটি তিপ্রাল্যান্ড-এর আন্দোলন থেকে সরে গেছে। জনজাতিদের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি থেকে আমাকেও সরে আসতে বাধ্য করছে। তাই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ থাকবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ঃ ডিজিসিএ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.)।। দেশ থেকে সব ধরনের সাধারণ আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে ডায়রেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ)। শুক্রবার এক নির্দেশিকা জারি করে ডায়রেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার উপর নিষেধাজ্ঞা আগামী ৩১ জুলাই অবধি থাকবে।

ভারতে কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানো হল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী বিমান পরিষেবা এবং ডিজিসিএ অনুমোদিত বিশেষ বিমান পরিষেবা চালু থাকবে। এর আগেও বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

কুমারঘাটে আগ্নেয়াস্ত্র সহ যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। কুমারঘাটের পূর্ব রাইতুইসা এডিসি ভিলেজের জয়কুমার পাড়ায় মঙ্গলবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশ এক যুবককে আটক করেছে। মঙ্গলবার রাতে সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে কুমারঘাট থানার পুলিশ পূর্ব রাইতুইসা এডিসি ভিলেজের জয়কুমার পাড়ায় একটি বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। উদ্ধার হয় কার্তুজ ভর্তি দুটি দেশী বন্দুক।

পুলিশ সুত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে কুমারঘাট থানা এলাকার পূর্ব রাইতুইসা এডিসি ভিলেজের জয়কুমার পাড়ায় জোৎস্না রিয়াংএর বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমঞ্জয় রিয়াং এবং থানা আধিকারিক প্রদ্যুত দত্তের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী হানা দেয় ঐ বাড়িতে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের তেজি হচ্ছে করোনা সংক্রমণের সাথে বেড়েছে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ফের ত্রিপুরায় তেজি হল করোনায় দৈনিক সংক্রমণ এবং মৃত্যুর মিছিল। কেবল সুস্থতা সামান্য স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪৩১ জন করোনায় আক্রান্ত, ৫ জনের মৃত্যু এবং ১৫০ জন সুস্থ হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,১৮৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭,২৩৯ জনকে নিয়ে মোট ৮,৪২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ৪১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৩৯০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪৩১ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ৫.১২ শতাংশ।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩,৪২৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬৫,৭৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬১,৬০০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৩.৭৫ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০৩ শতাংশ। নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৭৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগরতলা শহরে চারটি শপিংমল বন্ধ করে দেওয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে রাজধানী আগরতলা শহরে শপিং মল খুলে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ায় অবশেষে বিলম্বিত বোধোদয় হলো প্রশাসনের। বুধবার সকালে প্রশাসনের কর্মকর্তারা চারটি শপিংমলে হানা দিয়ে শপিং মল গুলি বন্ধ করে দিয়েছেন। বুধবার সকালে সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগরতলা শহরে চারটি শপিংমল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশ অমান্য করে শপিং মল খোলা রাখার কারণ এই চারটি শপিংমল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে সদর মহকুমা শাসক অফিস থেকে চারজন ডিসিএম এর নেতৃত্বে

প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন শপিংমলে হানা দেন।

চারটি শপিংমল বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সদরের ডিসিএম জানান করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে কারফিউ জারি রয়েছে। এই সময়কালে বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছে। বিধি নিষেধ অমান্য করে শপিং মল গুলি খুলে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সে কারণেই সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে শপিং মল গুলিতে হানা দিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান এখন পর্যন্ত কোন শপিংমলকে আর্থিক জরিমানা করা হয়নি। যেসব শপিংমল খোলা পাওয়া গেছে সেইসব শপিংমলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বুধবার বেলা চারটার মধ্যে অফিসে যাবতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিডে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, পরিমাণ ঠিক করাতে কেন্দ্রকে ৬ সপ্তাহ সময় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.) ।। কোভিডে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। কত ক্ষতিপূরণ দেবে, তা স্থির করবে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ)। এই নিয়ে রূপরেখা তৈরির জন্য ৬ সপ্তাহ সময় দিল বিচারপতি এমআর শাহ এবং অশোক ভূষণের বেঞ্চ।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ জানাল, ''কোভিডে মৃতের পরিবারকে এক্স-গ্রাশিয়া ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এনডিএমএকে নির্দেশিকা তৈরি করতে বলা হয়ে। ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ মৃতের পরিবারকে দিতেই হবে।'' বেঞ্চ এও বলল, কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করবে এনডিএমএ। বিপর্যয় মোকাবিলা আইন মেনে ন্যূনতম অঙ্ক দিতেই হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেকারত্ব ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির তোপ জবাবে ত্রিপুরাকে নিশানা তৃণমূলের

আগরতলা / কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.) ।। বেকারত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার প্রধান বিরোধী দল বিজেপির তীব্র সমালোচনার জবাবে মুখ রক্ষায় নিশানা হিসেবে বেছে নিয়েছে ত্রিপুরাকে। আজ দিনভর টুইটারে ত্রিপুরায় বিজেপির শাসনে বেকারদের চরম দুর্দশা, এমনই ট্রল করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, তৃণমূল আইটি সেলের পাশাপাশি তারকেশ্বরের বিধায়কও ট্রলিঙে মেতেছেন। অথচ জাতীয় রিপোর্ট ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব বেড়েছে এবং ত্রিপুরায় কমেছে। এ-বিষয়ে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, ত্রিপুরায় সাম্রাজ্য বিস্তারে দিবা স্বপ্ন দেখছে তৃণমূল। কিন্তু ত্রিপুরার জনগণ অতীত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাঁরা বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি হোক চাইছেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ফেসবুকে লেখেন, গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কতজন রাজ্য সরকারের চাকরি পেয়েছেন বলতে পারেন? প্রাইমারি টেট থেকে শুরু করে এসএসসি সব কিছুর নিয়োগ বন্ধ। আর যদিও-বা দু-একটার মেরিট লিস্ট বেরিয়েছে তার সবটাই জালিয়াতিতে ভর্তি...!! চাকরির বদলে আমরা শুধু দেখেছি খেলা, মেলা, উৎসব...!!!

তিনি কটাক্ষের সুরে আরও লেখেন, আর বেসরকারি চাকরির জন্য কত হাজার লোক যে বাংলার বাইরে থাকেন অথবা থাকতে বাধ্য হন তা আমরা আগের বছর লকডাউনের সময় দেখেছি... মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় এখানে শিল্প বলতে বোঝায় আলুর চপ... আর চাকরি বলতে শুধুই ঢপ...! এছাড়া ইদানীংকালের নকল অফিসার, নকল ভ্যাকসিন ইত্যাদির মতো.... (লিস্ট শেষ হবে না!!) নানারকমের ''দুয়ারে দুর্নীতি'' প্রকল্প...!

এদিকে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষও চাকরি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিঁধেছেন। তিনি একটি ছবি পোস্ট দিয়ে বলেন, আমরা নৈরাজ্য এবং নেই রাজ্যে বসবাস করছি। চাকরি নেই, শিল্প নেই, যুবকদের ভবিষ্যত নেই। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীরা ১৫০ দিন ধরে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে সল্টলেকের ফুটপাতে অবস্থান করছেন। চাকরি নেই, তাই তাঁরা নিজেদের প্রাণের কথা ভুলে সুবিচারের আশায় বসে আছেন। মূলত, ওই ছবিতে আন্দোলনকারীদের পোস্টারে লেখা ছিল, আমরা নবম দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরের মেধাতালিকাভুক্ত বঞ্চিত অপেক্ষমাণ শিক্ষক শিক্ষিকা পদপ্রার্থী। আমরা সল্টলেকের ফুটপাতে বজ্রবিদ্যুৎ-এর মধ্যে ১৪৮ দিন ধরে অবস্থান করছি।

দিলীপবাবু আরও লেখেন, রাজ্যে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হওয়ার ফলে যোগ্য ব্যক্তিরা চাকরি থেকে বঞ্চিত এবং শাসক দলের ঘনিষ্ঠ অযোগ্যরা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে রাজ্যের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

এর পরই নড়েচড়ে বসে তৃণমূলের আইটি সেল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির তোপের মোকাবিলায় ত্রিপুরা এবং গোটা দেশের অবস্থা নিয়ে টুইটারে ট্রলিং শুরু করেন তাঁরা। টুইটারে ট্রল চালানো হয়, ত্রিপুরায় বিজেপির শাসনে বেকারদের বড়ই দুর্দশা। বেকারত্বের হার ত্রিপুরায় জাতীয় গড়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকআপের শৌচালয় থেকে পলাতক আসামিকে পুনরায় জালে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ জুন।। মাদক আইনে ধৃত আসামি লকআপের বাথরুম থেকে পালিয়ে যাবার ৩২ ঘন্টার মাথায় পুনরায় জালে তুললেন খোদ জেলার পুলিশ সুপার। অকর্মণ্য ওসির দায়সারা মনোভাবের ফলস্বরূপ এক নিরীহ পুলিশকর্মী বরখাস্ত সহ স্বয়ং পুলিশ সুপার মাঠে নেমে পালিয়ে যাওয়া আসামিকে চুরাইবাড়ি থানাধীন হালাম বস্তি এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন।আগামীকাল ফারুক সহ তার সাঙ্গোপাঙ্গকে পুনরায় আদালতে প্রেরণ করবে কদমতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ২৭ জুন রবিবার উত্তরের গোয়েন্দা পুলিশ ও কদমতলা থানার পুলিশ যৌথ ভাবে বাংলাদেশে পাচারের পথে বরগোল এলাকা থেকে ২২ প্যাকেটে মোট ৪ হাজার ৪ শো নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।যার বাজার মূল্য প্রায় বাইশ লক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৫১ ▫ ১ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ১৬ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আজ ডক্টরস ডে

পয়লা জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন।সমাজব্রতী চিকিৎসকের কীর্তিগাঁথা স্মরণের দিন। মহান চিকিৎসককে সম্মান জানাইতে এই দিনটিকেই বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে ডক্টরস ডে-হিসাবে। বিগত কয়েকবছরে বদলাইয়া গিয়াছে পৃথিবী। অতিমারির ভয়াল আক্রমণে বেসামাল গোটা দুনিয়া। প্রতিদিনই মৃত্যু মিছিল। অদৃশ্য ঘাতকের বিরুদ্ধে জীবনকে বাজি রাখিয়াই একেবারে সামনে থেকে লড়াই চালাইয়া যাইতেছেন চিকিৎসকরা। করোনার আক্রমণে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারাইয়াছেন দেশের বহু চিকিৎসক। করোনার প্রথম ঢেউয়ের ছোবলে গত ৯মাসে প্রাণ হারাইয়াছেন ৭৪৮জন চিকিৎসক।দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ৯ সপ্তাহে মৃত্যু হইয়াছে ৭৭৬জনের।

করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে সমস্ত ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের জীবনকে তোয়াক্কা না করিয়াই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন। ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের যত্ন নেওয়ার জন্য তাহারা নিজেদের জীবনকেই ঝুঁকির মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছেন, কখনোই পিছপা হননি। তাই, কোভিড মোকাবিলায় নিরন্তর কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সম্মান জানাইতেই ১ জুলাই স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।আমাদেরও উচিত এই জাতীয় চিকিৎসক দিবসে তাঁহাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানানো। যাঁহারা আমাদেরকে নতুন জীবন দান করিবার জন্য অবিরত কাজ করিয়া চলিয়াছেন তাহাদের প্রতি প্রত্যেকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নৈতিক দায়িত্ব।একজন চিকিৎসকের দ্বারাই সম্ভব সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করা এবং মানুষকে নতুন জীবন দান করা। নিজের জীবনকে ভালবাসতে একজন চিকিৎসকই শেখায়। ডাক্তারের কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। এই বিশ্বের মানুষ ভগবানের পরে একজন চিকিৎসককেই চোখ বন্ধ করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। একজন চিকিৎসকই হইলেন সেই ব্যক্তি যিনি অত্যন্ত খারাপ সময়েও আমাদের মনে আশার সঞ্চার ঘটায়। নিজের সবটুকু দিয়া মানুষের সেবা করা এবং মানবজাতির কল্যাণে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য এই চিকিৎসক দিবসে সমস্ত ডাক্তারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।মন্দিরে যেমন ঈশ্বরের বাস, ঠিক তেমনই হাসপাতালে চিকিৎসকরাই হইলেন আমাদের ভগবান। যখন আমরা জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে হারাইয়া যাইতে শুরু করি, তখন আমাদের জয়ী করিবার জন্য চিকিৎসকরাই পাশে আসিয়া দাঁড়ান। ডাক্তারের বলা কয়েকটা শব্দই যথেষ্ট, যাহা আমাদের বাচিয়া থাকিবার নতুন শক্তি যোগায়। যাঁহারা দিনরাত নিজের সবটুকু দিয়া রোগীর সেবা করেন, দুঃখী ও হতাশাগ্রস্থ মানুষের জীবনে নতুন আশার আলো দেখান, যাঁহারা আমাদের বাঁচার জন্য নতুন শক্তি যোগায়, তাঁহারা হইলেন চিকিৎসক।

হাসিখুশি মানুষকে হাসানো সহজ, তবে দুঃখী ব্যক্তিকে হাসানো কঠিন এবং মানুষের মুখে হাসি ফোটাইতে একজন ডাক্তারই পারেন। আজকের এই দিনে চিকিৎসকদের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা জানাই। প্রতিটি মানুষকেই আজকের দিনে চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন।

ভ্যাকসিনের অভাবে টিকাকরণ বন্ধ রাঁচিতে, কেন্দ্রের কাছে আর্জি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

রাঁচি, ৩০ জুন (হি.স.): টিকার অকাল ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে। টিকার অভাবে বুধবার টিকাকরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাঁচির বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্রে। টিকাকরণ কেন্দ্রে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করেও কেউ টিকা পাননি এদিন। অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কেউ বলেছেন কিছুই জানানো হচ্ছে না। ভ্যাকসিনের জোগান স্বাভাবিক হবে কবে, সেই অপেক্ষাতেও অনেকে। ভ্যাকসিনের অভাবে বুধবার টিকাকরণ বন্ধ থাকে রাঁচির বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্রে। ভ্যাকসিনের ডোজ নিতে এদিন অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু কেউ ভ্যাকসিন পাননি। ফলে বাড়ি ফিরে যেতে হয় তাঁদের। ভ্যাকসিনের জোগান বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা। এদিন মন্ত্রী বলেছেন, 'রাজ্যে ভ্যাকসিনের অভাব রয়েছে। রাজ্যের জনগণকে যাতে টিকা দেওয়া যায় এবং কোভিডের তৃতীয় ঢেউ থেকে যাতে সুরক্ষিত রাখা যায় সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি।'

জিএসটি-র চার বছর, টুইটে সাফল্যের দাবি মোদীর

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) চার বছর পূর্ণ হচ্ছে। ২০১৭ সালের ১ জুলাই জিএসটি চালু হয়।এই ব্যবস্থার লাগাতার ক্ষোভ ও প্রতিবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধা দাবি করেছে কেন্দ্র। বুধবার এ নিয়ে টুইট করলেন জিএসটি-র কাঠামোর 'ফাঁকফোকর' নিয়ে অনেক আগে থেকেই মুখ খুলে আসছে বিরোধী দলগুলি। ব্যবস্থার প্রতিবাদে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ব্যবসা ধর্মঘটের ডাক দেয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন কনফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স (সিএআইটি)। বিভিন্ন বিরোধী নেতার পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রও অভিযোগ করেছিলেন, পুরোপুরি প্রস্তুতি না-নিয়েই জিএসটি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে কেন্দ্র। এর ফলে সমস্যা হচ্ছে সরকারি ও ব্যবসায়ী, উভয় পক্ষের। মোদী টুইটে লিখেছেন, "জিএসটি ভারতের অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক মাইলফলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি সাধারণ মানুষের উপর করের সংখ্যা কমিয়েছে। পরিমাণ অর্থাৎ বোঝা এবং সামগ্রিক করের ভার হ্রাস করেছে। স্বচ্ছতা, সম্মতি এবং সামগ্রিক আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।"

এবার দক্ষিণ আফ্রিকা পাড়ি দিচ্ছে কুমোরটুলির উমা

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.): ইতিমধ্যেই দিনগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে শহরবাসীর।কারণ আর অল্প কয়েক দিনের অপেক্ষাতেই মহানগরী সাজবে আলোর সাজে। তিলোত্তমা আলোর সাজে সাজা মানেই বাঙালি বুঝে যায় পুজো এসে গিয়েছে। জোর কদমে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে কুমোরটুলিতে। এবার পুজোয় দক্ষিণ আফ্রিকা পাড়ি দিচ্ছে কুমোরটুলির উমা।

করোনা হানা এখনও পিছু ছাড়েনি শহরের। বর্তমানের পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু চলছে বিধি-নিষেধ।এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় কুমোরটুলি। বর্তমানের পরিস্থিতিতে বিশেষ বায়না পাচ্ছে না শিল্পীরা। তবে, অন্ধকারের মাঝেই আশার আলো। এবার কুমোরটুলি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে পাড়ি দেবে ফাইবারের দুর্গা প্রতিমা। শোলার সাজে ফাইবারের প্রতিমা তৈরীর কাজ একেবারেই শেষ। আর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাক্সবন্দি হয়ে বিদেশে পাড়ি দেবে কুমারটুলির উমা।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ১,৪৭৮ জন

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.): রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। রাজ্যজুড়ে আরও কিছুটা কমলো করণা আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের সংখ্যা নামল ১,৫০০- র নিচে। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ১,৪৭৮ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ১,৪৭৮ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৪,৯৯,৭৮৩। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। যার ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭,৭০৮। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ০১,৯৮০। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪, ৬১,৪৯০। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.৪৫ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৫৩,৯৭৫। ফলত মোট করোনার পরীক্ষা হয়েছে ০১,৪২,১৮,১৯২।

সার্ধদ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে আধুনিক ভারতের অগ্রপথিক রামমোহন

শান্তনু রায়

১৭৫৭ তে পলাশীর প্রান্তরে এক অসম এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যুদ্ধের ফলাফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের যে অস্তাচল যাত্রার সূচনা, বক্সারের যুদ্ধে তা সম্পূর্ণ হয়েছিল-এ ইতিহাস বহুচর্চিত। কিন্তু এর ফলে কেবলমাত্র শাসনক্ষমতার বা শাসকের পরিবর্তন হল না, এক গুণগত পরিবৃত্তিতে সমাজ পরিসরেও এর অন্যতম স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল, ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের আবহে প্রাণিত ইংরেজদের আগমনে এদেশে এক নতুন অধ্যায়ের সম্ভাব্য সূচনার অনুকূল পরিবেশ উন্মেষের প্রেক্ষিতে। দুটি বিন্ন ও পরস্পর অপরিচিত সংস্কৃতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া নতুনের আত্তীকরনে এক নতুন আলোর আভার আবির্ভাব সূচিত করল যে যেন এক নতুন যুগের ভোর প্রত্যাসন্ন।

বাংলার প্রাচীন সমাজজীবনে প্রকৃতপক্ষে ভাঙ্গন দরেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। সেই 'শেষ রাতের অন্ধ কারে' আলোকবর্তিকা স্বরূপ পথিকৃৎ রামমোহনের আবির্ভাব যা ধরা পড়েছে উত্তরসুরী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননে এভাবে আধুনিক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্যোগের দিন চলছে তখন। পুরোনো সমাজ, পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে। চতুর্দিকে তার ভগ্নাবশেষের চিহ্ন বিক্ষিপ্ত। এই সব আবর্জনা সরিয়ে প্রাচীন বিত্তির উপরে সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলবে এমন কোন শক্তির তখনও সৃষ্টি হয়নি। জাতির জীবনপ্রবাহের গতি রুদ্ধ করেছে। নিষ্প্রাণ সংস্কার, অর্থহীন অব্যবহার্য রীতিনীতি আর অযৌক্তিক ধর্মীয় গোঁড়ামি। অন্ধতায় জ্ঞান আচ্ছন্ন। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের যুগ। এই রসহীন অনুর্বরতার দিনে রামমোহনের আবির্ভাব।

অধ্যাপক অসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, আধুনিক ভারত-চেতনায় রামমোহন ইউরোপের জন ইউক্লিফের মতো 'মর্নিং স্টার অফ রিফর্মেশন' হিসেবে গণ্য। আধুনিক বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা যে কোন প্রগতিশীল মনোভাবের প্রতম সূচনা রামমোহন রায়ের বিস্ময়কর প্রভাব থেকে শুরু হয় -এতে কোন দ্বিমত নেই। বাঙ্গালি জাতিকে মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক যুগের মহাকাশে উড়তে শিখিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, জুরী পদ্ধতিতে বিচার, সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের অধিকার, পাশচাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি ব্যাপারে তিনিই পথিকৃৎ।

এই অনুভবই যেন বিধৃত হয়েছে বিনয় ঘোষের পর্যবেক্ষনে এভাবে---'পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা। নবযুগের মেঘাবৃত সূর্যোদয়কে যারা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'।

প্রখ্যাত দর্শনবেত্তা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে যিনি অগ্রদূত ও প্রকৃত অর্থে আধুনিক ভারতবর্ষের জন্মদাতা সেই রামমোহনের জন্ম তৎকালীন বর্ধমান জেলার রাধানগরে (অধুনা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত) এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে, যদিও সে পরিবারের অনেক মর্শিদাবাদের মুসলমান শাসকেদের অধীনে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য ১৭৭৪-এ ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে আরোহন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। অনেকের মতে রামমোহনের জন্মও সে বছরই (ভিন্ন মতে ১৭৭২)। গ্রামের স্কুলে লেখাপড়ার হাতেখড়ি ও এক মৌলবীর কাছে ফারসি অধ্যয়নের পর ইসলামী বিদ্যার কেন্দ্র পাটনায় প্রেরিত বালক রামমোহন আরবি ফারসি, কোরান আর ইসলামী ধর্মতত্ত্ব পড়লেন আর আরবি অনুবাদের রচনা থেকে ইউক্লিড আর অ্যারিস্টটল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেন। প্রথম বয়স থেকেই পৌত্তলিকতা বিরোধী এক তীব্র মনোভাব ছিল তাঁর। পাটনা থেকে ফিরে হিন্দুদের মূর্তিপূজ, এবং হিন্দু সমাজের নানা সংস্কার সম্বন্ধে একটা বই লিখতে শুরু করায় প্রাচীনপন্থী পিতা রামকান্ত রায়ের আদেশে গৃহত্যাগী হলেন রামমোহন এবং বিভিন্ন স্থান ঘুরে হাজির হলেন তিব্বতে। কিন্তু সেখানেও মূর্তি পূজার সমালোচনা করে লামা ধর্মগুরুদের বিরাগভাজন হন। যদিও সেখানকার নারীদের সহায়তায় প্রাণ রক্ষা পায়। এপ্রসঙ্গে 'আত্মকথা'য় রামমোহন লিখেছেন-আমার যখন ষোল বছর বয়স, তখন আমি একটা বই লিখতে শুরু করেছিলুম, তাতে হিন্দুদের মূর্তিপূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলুম। এই রচনায় আমার মতামতের ফলে নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না। আমি তখন হিন্দুস্থানের ভিতরে নানাদেসে ভ্রমণ করেছিলুম, হিন্দুস্থানের বাইরেও কোনো কোনো দেশে গিয়েছিলুম।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকবছর পর বারানসিতে পৌঁছে সেখানে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন করলেন।

১৮০৩-এ বাবার মৃত্যুর পর চলে এলেন মুর্শিদাবাদে। সেখানে থাকার সময় ফারসী ভাষায় রচিত ও আরবি ভাষায় ভূমিকা সম্বলিত তাঁর বই 'তুহফত-উল-মুয়াহিদীন' প্রকাশিত হয় যাতে তিনি ধর্ম ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে যুক্তির আলোয় মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অভিমতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেরমানুষ বিভিন্ন হলেও আসলে তাদের এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একই চিন্তন এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় যখন ঐ পরম একের উপরে নিজেরা গুণবালী আরোপ করতে সচেষ্ট হয়। এখন থেকেই একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে এক সার্বজনীন ধর্মের ধারণা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী হিসেবে ভাগলপুর রামগড় ইত্যাদি স্থানে কাজ করার পর ১৮০৯-১৮১৪ রংপুরের রেভিনিউ অফিসার জন ডিগবির সহকারী হিসেবে থাকাকালীন তিনি অবসর সময়টা গভীর পড়াশোনা আর আলোনায় কাটাতেন। সেমসয় তিনি বিলেত ও ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে উৎসৃাহী হয়ে ওঠেন এবং ডিগবির দৌলতে সেদেশের পত্রপত্রিকাও পড়ার সুযোগের মাধ্যমে ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ১৮১৪-এ ডিগবি চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে রামমোহন ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে কোলকাতায় চলে এলেন স্থায়ীভাবে।

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো প্রবেশ করতে পারবে বাঙ্গালির জনপরিসরে,যদিও একশ্রেণির সমাজপতিরা এদেশে ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে সংস্কৃত বা ফারসি ভাষায় শিক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ক্রমশ ইংরেজিশিক্ষার দাবি দানা বাঁধার উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠাত হতে লাগল ইংরেজি ধাঁচের স্কুল কলেজ। ক্রমে হিন্দু কলেজ, স্কুল, বুক সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি, সরকারি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হল। সাময়িক পত্রের প্রথম প্রকাশের পর তাতে বাঙ্গালির দর্মকর্ম, সমাজ শিক্ষা সংক্রান্ত নানা আলোচনার স্থান পেল, চর্চা বিতর্ক আরম্ভ হল। কোলকাতার 'নাগরিক' সমাজ তখন প্রবলভাবে আলোড়িত রামমোহন ও ডিরোজিও পন্থীদের দ্বারা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কোলকাতা শহরে বঙ্গ সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির বিকাসের আভাস পাওয়া যায় ভবানীচরনের 'কলিকাতা কমলালয়' থেকেও।

১৮১৭ সালের জানুয়ারীতে রামমোহন,ডেভিড হেয়ার, সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি হাইড ইস্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সক্রিয় উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এদেশে ইংরাজী শিক্ষারক মাধ্যমে পশ্চিমের শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা অবারিত হল।

অনেকের মতে ভারতে সমাজ সংস্কারে রামমোহনের আরব্ধ কর্মযজ্ঞেরই সার্থক উত্তরসুরী ভাবীকালের নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সর্বত্তোম ও নিরলস যোদ্ধা বিদ্যাসাগর। হয়ত ১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরে ব্রিস্টল রামমোহনের মহাপ্রায়ানের সময়ই সবার অলক্ষ্যে দয়েহাটার মাত্র তেরো বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর তাঁর অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় ও দায়িত্ব নির্দিষ্টও ন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল বিধাতার অভিপ্রায়ে।

ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের সাথে সাথে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে ও রামমোহন প্রয়াসী হয়েছিলেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজে অনেক কুপ্রথার মধ্যে সমাজে মেয়েদের দুরবস্থা এবং তাদের অবহেলিত অবস্থান তাঁর মনে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল। ১৮২৩-এ রামমোহন হিন্দু নারীদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ নামক এক পুস্তিকায় দাবি করেন যে হিন্দু মেয়েদের পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে। সতীদাহ নিবারণ তাঁর জীবনের অন্যতম সামাজিক কাজ। মৃত স্বামীর দেহের সঙ্গে বেঁধে জোর করে সহমরণে বাধ্য করতে চিতায় চেপে ধরা স্ত্রীর আর্ত চীৎকার তাঁকে অস্থির করে তুলত। তাঁর নিজের বৌদিও এ কুপ্রথা শিকার। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজে উপস্থিত হয়েও আটকাতে পারেননি ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতা বরং অপনামিত হয়েছেন। তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হলেন সরকারি আদেশে এ পাশবিক প্রথা রদে।

১৮১৮-এ কুপ্রথা রদের জন্য প্রথম আবেদন পত্র দাখিলের পর পরের আগষ্টে সরকারের কাছে আবার আবেদন করলেন। এই কুপ্রথার অসারতা বোঝাতে তিনি একাধিক পুস্তক করেন ও বড়লাটের কাছে তদ্বির করতে লাগলেন আইন করে এই প্রথা বন্ধ করার জন্য। অবশেষে ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিকের এক আদেশে এই প্রথা রদ হয়।

প্রসঙ্গত রামমোহন ধর্মবিরোধী ছিলেন না। তবে ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খর্গহস্ত। এক বিশ্বজনীন ধর্মের অন্বেষণকারী তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সাথে বিতর্কে প্রব্রিত্ত হয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তর্গত ঐক্যের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে। অনেকের মতে তুলনামূলক ধর্ম আলোচনার পথিকৃৎ রামমোহন। ম্যাক্সমুলারও মনে করতেন যে রামমোহনই প্রথম পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

রামমোহনকে বাংলা গদ্যের জনক বলা যায় তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্কের মাধ্যমে হিসেবে গড়ে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে বলেছিলেন-কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তোহার সুত্রপাত করিয়ো যান নাই। রামমোহনের অবদান ছিল বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রেও। ১৮২৮-এ তিনিই প্রথম বাংলায় ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাবপ্রাপ্ত রামমোহন বাদশাহের দূত হিসেবে ১৮৩০-এ তিনি ইংল্যান্ড দেখার সাধে বিলেত যাত্রা করলেন, সঙ্গে পালিত পুত্র রাজারাম সহ আরো কয়েকজন।

কিন্তু সেদেশে গিয়ে তিনি ভারতবাসীদের সরকারি কাজে পদোন্নাতি, দেশীয় বিচারক নিয়োগ, দিল্লির বাদশাহের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে। তাঁর সে দৌত্য বিফল হয়নি। তবে উল্লেখ্য সতীদাহ প্রথা রদে তাঁর উদ্যোগে বড়লাট আইন প্রনয়ন করলেও তিনি ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সদা খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৮২৩-এ ইংরেজ সরকারের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী আইনের বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় প্রতিবাদে অংশগ্রহণ এমনই সাক্ষ্য দেয়।

কেবলামাত্র ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের লড়াই এর প্রতি রামমোহনের সক্রিয় সমর্থন ছিল। সে স্পেনের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার সংগ্রাম হোক বা স্পর্তুগালে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা হোক বা তুর্কীদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রামই হোক। আয়ার্ল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন তিনি তাঁর মিরাট-উল-আকবর পত্রিকায় -সেদেশের বন্যার্ত অধিবাসীদের জন্য পাঠিয়েছিলেন আর্থিক ত্রাণ সাহায্য। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পূজারি ফ্রান্সের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রাহ। ফরাসী বিপ্লবের সংবাদেও তিনি আলোড়িত হয়েছিলেন যথেষ্ট। ১৮১৮ সালেই তাঁর রচনা সেদেশের প্রচার লাভ করায় ফরাসী বিদগ্ধ মহলেও তিনি সুপারিচিত ছিলেন। সেদেশের বিখ্যাত 'সোসিয়েত আসিয়াতিক' এর সম্মানীয় সদস্য পদ (অ্যাসোসিয়েট করেসপন্ডেন্ট) লাভ করেন রামমোহন ১৮২৪-এর জুলাই।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের চেতনায়ও তিনিই হয়ত পথিকৃৎ। ১৮৩১-এ নিজের পাসপোর্ট অনুমোদনের জন্য ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে প্রতীয়মান যে জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘের ধারনা কোন রাষ্ট্রনায়কের ভাবনায় আসার বহু পুর্বেই রামমোহনের দূরদৃষ্টিতে এর প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়েছিল।

বাস্তবিক রামমোহন তাঁর যুগের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। সেজন্য তাঁকে প্রবল প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল স্বদেশে স্বদেশবাসীর দ্বারা-বিদেশেও। তিনি নিজের পরাক্রম সাহস বুদ্ধিমত্তা এবং অনমনীয় দৃঢ়তায় সব বাধা অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়েছিলন প্রায় একক প্রচেষ্টায়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য সহায়তা পেয়েছিলেন বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের।

তাঁর জীবনীকার সোফিয়া বেসন কলেটের মতে ইতিহাসের পথে রামমোহন এক জীবন্ত সেতু যা অবলম্বন করে ভারতবর্ষ তার সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। নিঃসঙ্গ দুঃখবরণের পথে দীর্ঘকালের ঐতিহোর বহু বিরোধী ধারা ও অনিবার্য জ্ঞানদীপ্তিনিজের সত্তায় সমন্বিত করেতিনি তাঁর দেশবাসীর প্রতিভু হয়েছিলেন। বহু জাতি, বহু মতাদর্শ ও বহু সভ্যতার মিলনের শক্তির উদ্ভব, তিনি ছিলেন তারই প্রতীক।

রামমোহন আজও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক ভারতবর্ষের উপর রামোহনের প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য---'কোনো দেশ যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে আপন মহত্বকে অস্বীকার করে তখন একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটলে তাঁকে বুঝতে বা স্বীকৃতি দিতে সময় লাগে। এমন একজন লোক রামমোহন রায় যাকে দেশ রূঢ়ভাবে অস্বাকার করেছে। যে দেশ আপন বিরাট উত্তরাধিকারের দায়িত্ব অস্বীকার করে মূঢ় আসক্তির, সঙ্গে নিজের অধঃ পতনের ধারাকে আঁকড়ে ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল মর্মান্তিক, তাই ক্রুদ্ধ বিরক্তির মধ্যেও তাঁর আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভবী। দীর্ঘখরার দৈন্যের পরে যে ঋতু-পরিবর্তন আসতে বাধ্য, প্রবল বর্ষনের দ্বারা যা নিস্ফলা শুষ্কতার বুকে প্রাণের প্রাচুর্য এনে দেয় তাই রূপ পেয়েছে রামমোহনের মধ্যে। তাঁক জানা তাই ফুরায় না-এ অন্বেষণ অন্তহীন। এ উপলব্ধিতেই ভারতাত্মার প্রতীক এই ভারতপতিকের সার্ধদ্বিশত জন্মবর্ষে যেন ঋদ্ধ হতে পারে আপামর বাঙালিমনন সমগ্রদেশবাসীর অন্তর। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

১ জুলাই বিস্ময়কর প্রতিভা যামিনী কবিরাজের জন্মদিন

অশোক সেনগুপ্ত

স্মরণীয় ও বিস্ময়কর প্রতিভার বহু বাঙালির কথা আমরা বছরভর মনে রাখিনা। হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় কোনও একটা দিন। উত্তর কলকাতায় যামিনী কবিরাজ রো দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমাদের মাথায় আসেনা কে এই যামিনী কবিরাজ?

জন্ম ১৮৭৯ সালের ১ জুলাই অধুনা বাংলাদেশে খুলনার পয়োগ্রামে। বাবা ছিলেন 'কবিচিন্তামনি' উপাধিপ্রাপ্ত কবিরাজ পঞ্চানন রায়। যামিনী অল্প বয়সেই চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে। সেখান থেকে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। এর পর কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে বিএ ও এমএ পাশ করেন। প্রধান বিষয় ছিল সংস্কৃত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে এমবি (ব্যাচেলার অফ মেডিসিন) হওয়ার পর এমআরএএস-এ প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পান। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা অনেকের নজর কাড়ে। এমবি ও এমআরএএস পড়ার সময় যামিনী কবিরাজ বাবার কাছে আয়ুর্বেদ ও কবিরাজির পাঠ নিতেন। ঠিক করেন আধুনিক চিকিৎসা নয়, আধুনিক চিকিৎসাকেই করবেন উপজীব্য। অনেকে তাঁকে বোঝালেন, ভবিষ্যতে পশ্চিমী চিকিৎসায় উপার্জন হবে অনেক বেশি। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হলে অভাবে পড়তে হবে। কিন্তু প্রলোভনের পথে পা না বাড়িয়ে যামিনী কবিরাজ জবাব দিয়েছিলেন, "লাগলে পাঁচন বিক্রি করে খাব!" সেকালের বিখ্যাত চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের কাছে আয়ুর্বেদের পাঠ নিতে থাকেন। অচিরেই যামিনী কবিরাজের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বাগালা মারোয়ারি হাসপাতাল তাঁকে মাসে ৪০ টাকা বেতনে কাজ দেয়। সেকালে ওই অর্থের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট। নাম ছড়াতে থাকায় চার টাকার ভিজিট করে দিলেন ৩২ টাকা। গরিবদের জন্য মাপ। ভিন রাজ্যে গেলে ফিজ ১ হাজার টাকা। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজপরিবার তো তাঁকে আনার জন্য আরও বেশি টাকা দিতে প্রস্তুত!

১৯১৫-তে চেন্নাইয়ে সর্বভারতীয় আয়ুর্বেদ সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি। ১৯১৬ সালে ২৯, ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে তিনি 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ' তৈরি করেন। গাঁধীজী পর্যন্ত তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। ১৯২৬-এ মারা যাওয়ার ঠিক আগের দিন ২ লক্ষ টাকা ওই কলেজকে দান করেছিলেন যামিনী কবিরাজ। তার আগেই, ১৯২৫-এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে নয়া ভবনে স্থানান্তরিত হয় ওই কলেজ। এখন যেটিকে আমরা জানি জেবি রায় আয়ুর্বেদ হাসপাতাল নামে। হাসপাতালটির শিলান্যাস করেছিলেন মহাত্মা গাঁধী।

পাতিপুকুরে প্রায় ১২ বিঘায় তাঁর যে বাগানবাড়ি ছিল, সেখানে তৈরি হয় যক্ষা হাসপাতাল হয়েছিল, তার শিলান্যাস করেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। কলকাতায় বালিগঞ্জ, গ্রে স্ট্রিট এবং কার্শিয়াং, রাঁচিতে বেশ বড় জমি ছিল। জেবি রায় হাসপাতালে তাঁর মূর্তি আছে। অথচ, তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ হয় না।

ভারতে পশ্চিমী চিকিৎসাব্যবস্থা শুরু মোটামুটিভাবে ধরা যেতে পারে ১৮৩৫ সালে। তৈরি হল মেডিক্যাল কলেজ। এর পর এই ক্ষেত্রে সাড়া জাগিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত (জন্ম ১৮০০)। ১৮৩৬-এর ২৮ অক্টোবর চার সহকারীকে নিয়ে কীভাবে শব ব্যবচ্ছেদ করলেন, চিকিৎসাশাস্ত্রকে এগিয়ে দিলেন কয়েক কদম, সে কথা অনেকেরই জানা। এর পর নানা সময়ে ভারতের আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার দিকপাল হিসাবে স্বীকৃতি পান মহেন্দ্রলাল সরকার (জন্ম ১৮৩৩), রাধাগোবিন্দ কর (জন্ম ১৮৫২), নীলরতন সরকার (১৮৬১), কাদম্বিনী গাঙ্গুলি (১৮৬১), বিধান চন্দ্র রায় (১৮৮২) প্রমুখ।

এর পাশাপাশি তৎকালীন বাংলায় ছিল সনাতন চিকিৎসাব্যবস্থা। আজ থেকে দু'শ বছর আগে লোকে ছড়া কাটত 'গণি মিঞার ঘড়ি আর নীলাম্বরের বড়ি'। নীলাম্বর ছিলেন খ্যাতিমান কবিরাজ। তাঁর পুত্র গঙ্গাধর কবিরাজও ছিলেন সেকালের স্বনামধন্য ব্যক্তি।

১৮৩৫-এর কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সাহেব টমাস মেকলে শিক্ষাব্যবস্থা-সম্পর্কিত এক নয়া ফরমান আনলেন। চালু হল বিলিতি আলোয় শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম। প্রতিবাদ জানালেন শীর্ণকায় চেহারার রোগাটে, কঠোর মানুষ গঙ্গাধর কবিরাজ।তিনি 'গঙ্গাধর নিকেতন চতুষ্পাঠী' খুলে বসলেন। ১৮৬৮-তে নিজে সম্বাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে ছাপিয়ে ফেললেন চড়ক সংহিতার টীকা 'জল্প কল্পতরু'।

গঙ্গাধর তৈরি করলেন আয়ুর্বেদ চর্চার দিকপাল সব ছাত্রদের। গঙ্গাপ্রসাদ, বিজয়রত্ন, যামিনীভূষণ কবিরাজ প্রমুখ দিকপাল চিকিৎসকদের কীর্তি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ১৮৭৭ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতার জন্য গঙ্গাপ্রসাদকে 'রায়' উপাধি দিলেন। আজও কুমোরটুলিতে আছে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘোর অসুখের সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর চিকিৎসা করতে এলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন। হয়ে গেলেন ঠাকুরের ভক্ত। বিখ্যাত কবিরাজের বাড়িতে আগে থেকেই পুজো হত। কিন্তু শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অসুস্থ অবস্থাতে তাঁর বাড়ির দুর্গোৎসব দেখতে আসেন। এর পর থেকে লোকমুখে বেশি প্রচার পেল ওই পুজোর।

কবিরাজ বিজয়রত্নও পিছিয়ে ছিলেন না। নিজের খ্যাতিকে এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন যে, ইংরেজ সরকারই তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে সম্মানিত করেন। আজও কুমোরটুলি স্ট্রিটে দেখা যায় বিজয়রত্ন ভবনের জীর্ণ ফলকটি। যেখানে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিটিও পড়া যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নানা কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বাংলার ঐতিহ্য। কিন্তু একটা সময়ে বাংলা এই ক্ষেত্রে কেবল এদেশে নয়, পথ দেখিয়েছিল গোটা মহাদেশে। ১৮৮৭ সালে জন্মেছিলেন সাধনা ঔষধালয়ের যোগেশচন্দ্র ঘোষ। অবিভক্ত বাংলার বাইরে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল ওই প্রতিষ্ঠান, আজ তা নিছকই ইতিহাস।

বাংলার চিকিৎসার ঐতিহ্যের কথা। সেই হৃত গৌরব কীভাবে এবং কতটা ফিরিয়ে আনা যায়, তার পথ খুঁজতে হবে নবীন চিকিৎসকদেরই। বিশেষ করে যাঁরা দেশীয়, সনাতন চিকিৎসাপদ্ধতিকে এখনও টিকিয়ে রেখেছেন।

ন্যাশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্টস ও ইয়ুথ এসোসিয়েশন-এর সর্বভারতীয় কার্যকারনি সদস্য ডাঃ সুমিত সুর এই প্রতিবেদককে বলেন, গত বছরের মতোই আমরা এবছরও রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর, রাজ্যপাল, কেন্দ্রের আয়ুষ মন্ত্রালয়, বিধানসভা স্পিকার, বিধানসভা মুখ্য সচেতক, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার কাছেও অনুরোধ জানিয়েছি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য ও ওনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য। আমরা চাই আর এক বরণীয় বাঙালি চিকিৎসক বিধান চন্দ্র রায়ের মত শ্রদ্ধা পান যামিনী কবিরাজ। দু'জনেরই জন্ম একই দিনে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কোভিড-১৯: বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ ১১৫ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ৩০।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। যা একদিনের মৃত্যুর সংখ্যায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এ সময়ে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৮২২ জন। এ সংখ্যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড। বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৫০৩ জনে। মোট শনাক্ত সংখ্যা দাঁড়াল ৯ লাখ ১৩ হাজার ২৫৮ জনে।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ হাজার ৮৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৫ হাজার ২৬২টি। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২৫ দশমিক ১৩ শতাংশ। দেশে এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৬ লাখ ৮ হাজার ৯২৭টি। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৮২ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৪ হাজার ৪৫০ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৮ লাখ ১৬ হাজার ২৫০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ১১৫ জনের মধ্যে ১৭ জন ঢাকার। এছাড়া চট্টগ্রামে ২৩, রাজশাহীতে ২৩, খুলনায় ৩০, বরিশালে ২, সিলেটে ৩, রংপুরে ১১ এবং ময়মনসিংহে ৬ জন মারা গেছেন। মারা যাওয়াদের মধ্যে ৭২ জন পুরুষ এবং ৪৩ জন নারী। এদের মধ্যে ৯ জন বাসায় মারা গেছেন। বাকিরা হাসপাতালে মারা গেছেন। এ পর্যন্ত ভাইরাসটিতে মোট মারা যাওয়া ১৪ হাজার ৫০৩ জনের মধ্যে পুরুষ ১০ হাজার ৩২৫ জন এবং নারী ৪ হাজার ১৭৮ জন। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়াদের মধ্যে ৫৭ জনের বয়স ৬০ বছরের বেশি। এছাড়া ৫১ থেকে ৬০ বছরের ২৫, ৪১ থেকে ৫০ বছরের ১৭, ৩১ থেকে ৪০ বছরের ১২ এবং ২১ থেকে ৩০ বছরের ৪ জন রয়েছেন। এর আগে, গতকাল মঙ্গলবার নতুন করে করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন ৭ হাজার ৬৬৬ জন। যা এ যাবতকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। গতকাল একই সময়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১১২ জনের মৃত্যু হয়। দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৩৮৮ জনে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম ৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

‘মিম দিয়ে যায় চেনা’, বেকার সমস্যা নিয়ে বাবুল সুপ্রিয়র পোস্টে প্রবল সাড়া নেটিজেনদের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.) : বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের জনমোহিনী আশ্বাস দেন। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের এবং এ নিয়ে ফেসবুকের একটি ‘মিম’-এর ছবি ফেসবুকে সন্ধ্যায় পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। সঙ্গে তাঁর মন্তব্য। তিন ঘন্টায় এতে সাড়া মিলেছে ২ হাজার ৭০০। মন্তব্য এবং শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ১১৩ ও ১৭৯।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন নবান্নে বলেন, এবার প্রশিক্ষণের জন্যও ঋণ দেওয়া হবে। এর পর সামাজিক মাধ্যমে ভাসতে শুরু করে তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের একটি ছবি। এর সঙ্গে মিম হিসাবে নিচে যুক্ত একটি নৃত্যসভার ছবি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের উদ্দাম নাচের সেই ছবির ওপর লেখা ‘পরীক্ষার রেজাল্টও বেরোবে না। আর টাকাও শোধ করতে হবে না’। এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা ও সামগ্রিক দেউলিয়াপনার করুণ ছবি।

এই দুই ছবির সেট-এর সঙ্গে বাবুলবাবু লিখেছেন, “মিম দিয়ে যায় চেনা…!!

মিম কখনও কখনও সিরিয়াস মেসেজ ও দিয়ে যায়… মজার বাইরেও একটা রূঢ় বাস্তব থাকে…..সত্যিই তো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রায় হয়না বললেই চলে…হলেও রেজাল্ট বেরোয় না…রেজাল্ট বেরোলেও নিয়োগ হয়না…! নিয়োগ হলেও ভুয়ো মেরিট লিস্ট বেরোয়…!!

কাজেই এ রাজ্যে ”অনুপ্রেরণায়” তোলাবাজি সম্ভব…কিন্তু সরকারি চাকরিতে স্বচ্ছতা?…. এর উত্তর মেলা ভার…!”

তিন ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ২ হাজার ৭০০, ১১৩ ও ১৭৯। রাজর্ষি ঘোষ লিখেছেন, ‘‘একদম। উচ্চা প্রাথমিকে আবার স্টে অর্ডার দাদা!! ৬ বছর হতে চললো কোনো নতুন এসএসসি নোটিফিকেশন নেই! ছেলে খেলা করছে পুরো!“

মল্লিকা ভট্টাচার্য লিখেছেন, “উচ্চা প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করলো কলকাতা হাইকোর্ট। একাধিক বেনিয়মের ফলে স্টে অর্ডার হলো। এবার রাজ্য সরকার বলবে হাইকোর্টের অর্ডারের জন্য নিয়োগ হচ্ছে না। বারবার বেনিয়ম কেন হয় সেটার উত্তর কে দেবে? হাইকোর্টের অর্ডার মানে ইন্টারভিউ লিস্ট কেন তৈরি করা হয়নি?

আসলে এই ভুলগুলো ইচ্ছাকৃত, মামলা ঝুলে থাকবে এবং নিয়োগ করতে হবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে খেলা করছে এই সরকার।“

সন্দীপ রানা বল্লভ লিখেছেন, ‘‘রাজ্য সরকারের চাকরিতে নিয়োগের জন্য যে ঘুষ দিতে হয়, এই স্কীম এ তার জন্য লোন পাওয়া যাবে? কিছুদিন আগে একটি অডিও পেলাম তাতে বলছে শিক্ষকের চাকরি পেতে গেলে কুড়ি লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হবে।“

শর্মিলা রায় লিখেছেন, “যেদিকেই দেখি শুধু স্বজনপোষণ। বাবা কাকা দাদা থাকলে অযোগ্য মানুষের চাকরি বাঁধা। আর প্রকৃত শিক্ষিত ছেলেরা ঘরে বসে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। যদি সততা তার মূলধন হয় তো আরো বড় গর্তে তার কেরিয়ার। অসৎ মানুষের চাপে সৎ মানুষের দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে যায়। প্রাইভেট সংস্থার কর্ম সংস্কৃতি টিমটিম করে জ্বলা প্রদীপের মত। অল্প হাওয়ায় নিভে যায়। আলোর বড় অভাব।“

বিরোধিতাও করেছেন অনেকে। শৌভিক ঘোষ লিখেছেন, “এই ভাবছিলাম কখন বাবুলদার নাচ দেখতে পাবো। সব বিষয়ে বিরোধিতা আপনার এখন সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে, আর বিরোধিতা করবেন তো গঠনমূলক সমালোচনা করুন। তা না মিম শেয়ার করে নিজেকে কি বড়ই না দিগ্গজ মনে করছেন। একবার মহুয়া মৈত্র কাকে ২ পয়সার সাংবাদিক বলেছিলেন না। এখন কাউকে কাউকে ২ পয়সার ন্যাতা বললেও ভুল হয়না। তাও বা যদি পূর্ণমন্ত্রী হতে পারতেন।

বাবুলদানাচুননা।“

নূপুর সরকার লিখেছেন, “আপনারা কি করছেন?কোনো আন্দোলন? সাধারণ সমর্থকদের নিয়ে কোনো কর্মসূচি? তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো…. কোনটা করছেন? নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিজেরটুকুই গুছিয়েছেন। আমি কৃষ্ণনগর কেন্দ্রর কথা ধরেই বলছি। এত লক্ষ মানুষ ভোট দিয়ে ঠকেছেন। এখানকার নেতারা ভোল পাল্টে ফেলেছেন এতদিনে।কিন্তু যারা আবেগ নিয়ে আপনাদের সভাগুলো ভরিয়ে দিয়েছিল তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবলেন?

পারবেন না। ভালো। দয়া করে তাদের আর উস্কানি দেবেন না। এই এখানে এভাবেই এদের, আমাদের সবাইকে থাকতে হবে। আপনাদের মতো লোকেরা এবার একটু থামুন। একটু লজ্জা পান। আপনি তো আবার ভীষণই সৌজন্যে বিশ্বাস করেন। মুকুল রায় আপনার সিনিয়র..না?“

নূপুরকে সমর্থন করে সুরজিৎ গুহরায় লিখেছেন, ‘‘একদম সঠিক। এতো ভোট পেয়েও কোনও আন্দলন করতে দেখা যায় না এনাদের। অদ্ভুত নীরবতা, বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে।“

কঠোর লকডাউন বাংলাদেশে, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ৩০।। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ১ জুলাই সকাল ছয়টা থেকে ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত বাংলাদেশে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় হাইকমিশন সারা দেশে তাদের ভিসা সেন্টারগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে।

বুধবার (৩০ জুন) ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। হাইকমিশন জানায়, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের (বিধিনিষেধ) পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সব ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র ১ জুলাই থেকে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি ভ্রমণের আবেদনসমূহ লকডাউনের সময়ও বিবেচিত হবে।

জরুরি ভ্রমণ, বিশেষ করে চিকিৎসা সংক্রান্ত ভ্রমণের জন্য যেকোনো তথ্য জানতে রহভড়গ্রাধপনফ.পড়স- এই ঠিকানায় ইমেইল করে এবং ০৯৬১২৩৩৩৬৬৬ ও ০৯৬১৪৩৩৩৬৬৬- এ দুটি নম্বরে ফোনে যোগাযোগের অনুরোধ করেছে হাইকমিশন।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্থলসীমান্ত বন্ধ থাকলেও ভারতীয় ভিসা সেন্টারগুলো প্রায় মাসখানেক ধরে ভ্রমণ ভিসা ব্যতীত সব ধরনের ভিসার আবেদন গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রেখেছে। তবে সীমান্তবর্তী যেসব জেলা কঠোর লকডাউনে রয়েছে, সেসব জায়গায় ভারতীয় ভিসা সেন্টারগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে।

গত ২৬ এপ্রিল ভারতের সঙ্গে ১৪ দিনের জন্য সব ধরনের স্থলসীমান্ত বন্ধ করে বাংলাদেশ। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত দফায় দফায় স্থলসীমান্ত বন্ধের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। সর্বশেষ সোমবার (২৮ জুন) পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতের সঙ্গে আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত স্থলসীমান্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে ১৫টি ভিসা আবেদনপত্র কেন্দ্র (আইভ্যাক) আছে। সেগুলো ঢাকা (যমুনা ফিউচার পার্ক), যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, সাতক্ষীরা, বগুড়া, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লায় অবস্থিত।

জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে থেকে খাদে পিকআপ ট্রাক, রামবানে শিশু-সহ মৃত ৪

জম্মু, ৩০ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি পিকআপ ট্রাক। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একটি শিশু-সহ ৪ জন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। ছত্তিশগড় থেকে পিকআপ ট্রাকে চেপে শ্রীনগরে ফিরছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। বুধবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গিয়ে বিশলরি নাল্লাহতে পড়ে যায় পিকআপ ট্রাকটি।

দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে হাত লাগায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল। সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একটি শিশু-সহ ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। স্টেশন হাউস অফিসার রামসু রৌফ খান জানিয়েছেন, দু”জন শ্রমিক ও চালকের মৃত্যু হয় দুর্ঘটনাস্থলেই, রামবানের হাসপাতালে নুইয়ে যাওয়া হলে একজন মহিলা প্রাণ হারান। ৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গাড়ি উল্টে বিপত্তি লেকটাউনে, পালালেন চালক-সহ ৪ জন

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): ডিভাইডারে ধাক্কায় গাড়ি উল্টে বিপত্তি লেকটাউনে। বুধবার সকালে লেকটাউনের শ্রীভূমির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। কিন্তু, দুর্ঘটনার পরই গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান চালক-সহ ৪ জন। একজনকে অবশ্য আটক করতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ভিআইপি রোড দিয়ে লেকটাউন থেকে উল্টোডাঙা যাওয়ার পথেই উল্টে যায় গাড়িটি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। গাড়ির চালক-সহ ৪ জন যাত্রী পালিয়ে যান। তবে একজন যাত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটে, আর গাড়িচালক-সহ আরোহীরাই বা কেন পালিয়ে গেলেন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নারদ মামলায় জমা পড়ল মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীর হলফনামা, দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের হলফনামা গ্রহণ করল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার হাই কোর্ট জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। হলফনামা জমা দিতে দেরি হওয়ায় এই জরিমানা। রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে ওই জরিমানার টাকা জমা দিতে হবে আদালতে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৫ জুলাই।

গত মে মাসের ১৭ তারিখ নারদ মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের তিন বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে সিবিআই। তারপরই নিজাম প্যালেসে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। সেখানে প্রায় ৬ ঘণ্টা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দফতরের বাইরে ভিড় এত বেড়ে যায় যে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করে সেই ভিড় সামলাতে হয়। এই ঘটনাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

অভিযোগ, জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেফতারির প্রতিবাদে চাপ তৈরি করছে তৃণমূল। সিবিআই আধিকারিকদের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই মামলায় মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীকেও পক্ষ করা হয়। কিন্তু সময়ের মধ্যে হলফনামা পেশ করা হয়নি, এই যুক্তিতে তাঁদের হলফনামা উচ্চ আদালত খারিজ করে। সেই মামলাই গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। শীর্ষ আদালত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলয় ঘটককে স্বস্তি দিয়ে হাই কোর্টকে হলফনামা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি তাঁদেরও নতুন করে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়।

বুধবার শুনানিতে হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। তাই এই বিষয়ে রাজ্যের বক্তব্য জানানো জরুরি। সেই জন্য হলফনামা জমা দেওয়াও জরুরি। এই মন্তব্যের পর বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বলেন, “শুনানি যত সম্ভব দ্রুত শেষ করতে হবে। এই বিষয়ে শুনানি বেশি দিন চলতে পারে না। নইলে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে।”

এই প্রসঙ্গে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ফের মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এত দিন হয়ে যাওয়ার পরে কেন তাঁরা হলফনামা দিতে চাইছেন সেই প্রশ্নও করেন তিনি। তার জবাবে আর এক বিচারপতি সৌমেন সেন জানান, রাজ্যের কাছে যদি তথ্য থাকে তাহলে সেটা হলফনামা দিয়ে জানাতে চাইলে সমস্যা কোথায়? কেন সিবিআই এর বিরোধিতা করছে সেই প্রশ্নও করেন তিনি। তার পরেই জরিমানার পরিবর্তে হলফনামা জমা নেয় হাই কোর্ট। ১৫ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

ফের শ্বাসকষ্ট দিলীপ কুমারের, আইসিইউতে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা

মুম্বই, ৩০ জুন (হি.স.): ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন বর্ষীয়ান অভিনেতা দিলীপ কুমার, মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বর্ষীয়ান অভিনেতা দিলীপ কুমারকে। শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন দিলীপ কুমার। মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন তিনি। একই মাসে দু’বার হাসপাতালে ভর্তি হতে হল তাঁকে।

গত বার শ্বাসকষ্ট নিয়েই হিন্দুজা হাসপাতালের চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন। তখন সাময়িক ভাবে সুস্থ হয়ে গেলেও আবার একই সমস্যা ফিরে এল। গত জুন মাসে হাসাপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল অভিনেতাকে। চলেছিল অক্সিজেন সাপোর্ট। মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, তা থেকে জানা গিয়েছিল, দিলীপ কুমারের ২টি ফুসফুসেই জল জমে রয়েছে। করোনা পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ এসেছিল অভিনেতার।

৫০ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত মন্দিরার স্বামী পরিচালক রাজ কৌশল

মুম্বই, ৩০ জুন (হি.স.): প্রয়াত হলেন চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক তথা অভিনেত্রী মন্দিরা বেদীর স্বামী রাজ কৌশল। বুধবার ভোর ৪.৩০টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। পারিবারিক বন্ধু তথা অভিনেতা রোহিত রায় এই দুঃসংবাদ জানিয়েছেন।

৯০-এর দশক ও ২০০০ সালের গোড়ার দিকে বেশ কিছু সিনেমা পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন রাজকৌশল। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শাদি কা লাড্ডু (২০০৪), প্যায়ার মে কভি কভি (১৯৯৯)। পরিচালক হিসেবে তাঁর শেষ ফিল্ম ছিল ২০০৬ সালে সঞ্জয় দত্ত ও আর্শাদ ওয়ারসি অভিনিত অ্যান্টনি কৌন হ্যায়? উল্লেখ্য, দিন দু”য়েক আগেই তিনি তাঁর ইনস্টা পেজে মন্দিরা বেদী, জাহির খান, সাগরিকা ঘাটগে, নেহা ধূপিয়া, অঙ্গদ বেদী এবং আশিষ চৌধুরির সঙ্গে যোগ দেওয়া একটি পার্টির বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছিলেন। রাজ কৌশলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বলিউডে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ, ভর্তি মুম্বইয়ের হাসপাতালে

মুম্বই, ৩০ জুন (হি.স.): নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ। ভর্তি করানো হয়েছে মুম্বইয়ের খারের হিন্দুজা হাসপাতালে। আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। নাসিরুদ্দিনের স্ত্রী ও অভিনেত্রী রত্না পাঠক শাহ জানিয়েছেন, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অভিনেতাকে। শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবেন তিনি।

গত দু’দিন ধরে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। পরীক্ষানিরীক্ষার পরে তাঁর ফুসফুসে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছে। তার পরেই হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার।

কোভিডে মৃতদের স্বজনদের ক্ষতিপূরণে রূপরেখা তৈরি করতে হবে কেন্দ্রকে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য মানুষের, কোভিডে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রকে রূপরেখা তৈরি করতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। নীতি নির্ধারণের জন্য ছয় সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কত হবে, কী ভাবে তা পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে, ওই সময়ের মধ্যেই তার রূপরেখা তৈরি করে ফেলতে হবে কেন্দ্রকে।

ক্ষতিপূরণ তৈরির রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (এনডিএমএ) হাতে তুলে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, কোভিডে মৃতদের পরিবারগুলির ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। ঠিক কত টাকা পরিবারগুলির জন্য যথেষ্ট, তা এনডিএমএ-কেই বিচার বিবেচনা করে ঠিক করতে হবে। সেই মতো নির্দেশিকা প্রকাশ করতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধায় অসমের প্রতিটি কোণায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন সহ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটে

গুয়াহাটি, ৩০ জুন (হি.স.) : ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা, পুলিশের কনস্টেবল থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকবর্গ, সুলভমূল্যের দোকান, বিধায়ক পদ্ম হাজরিকাকে ক্যাবিনেট পদমর্যাদা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জনতা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে তাঁর সপ্তম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্তমল্ল বরুয়াকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির তথ্য দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী তথা সরকারের মুখপাত্র কেশব মহন্ত।

সিদ্ধান্তগুলি যথাক্রমে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে অনলাইন ক্লাস সুচারুরূপে পরিচালিত করতে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের আনাচে-কানাচে স্থাপন করা হবে বেশি করে মোবাইল ফোনের টাওয়ার। তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরকে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে দায়িত্ব দিতে তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী কেশব মহন্তকে দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

এছাড়া রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল, সাব-ইনস্পেক্টর থেকে একেবারে শীর্ষ আধিকারিকদের বছরে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হবে, যাতে এই কয়দিন তাঁরা তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে একসাথে সময় কাটাতে পারেন। তবে পরিবারবর্গকে নিয়ে কোয়ার্টার কিংবা কর্মস্থলের আশপাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের দশ দিনের ছুটি দেওয়া হবে বলে আজকের মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এভাবে সমবায় দোকান, সুলভমূল্যের দোকান মালিকদের প্রতি কুইন্টাল চাল বাবদ ১৪৩ টাকা কমিশন দেওয়া হবে। আগে প্রতি কুইন্টাল চালে ১০০ টাকা ১০ পয়সা কমিশন পেতেন তাঁরা। সমবায় সমিতিকেও প্রতি কুইন্টাল চাল বাবদ দেওয়া হবে ১৪৩ টাকা করে কমিশন। রাজ্যের ৮৬০টি অর্থাৎ সব সমবায় সমিতিকে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হবে। এফসিআই-এর সামগ্রী ট্র্যান্সপোর্টেশন কনটর্যাক্ট সমবায় সমিতিগুলিকে দিতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের বলা হবে।

এদিকে দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড়ের গরুখুটিতে জবরদখলকারীদের কবল থেকে উদ্ধারকৃত ৭৭ হাজার বিঘা জমিতে কৃষিখেত করার অনুমোদন দিয়েছে ক্যাবিনেট। এই কাজের তদারকি করতে সতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকাকে ক্যাবিনেট পদ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া ক্যাবিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করতে তিন মন্ত্রী যথাক্রমে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি (পরিবহণ, শিল্পোদ্যোগ-বাণিজ্য, দক্ষতা বিকাশ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর), অতুল বরা (কৃষি, উদ্যানশস্য, পশুপালন এবং সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন দফতর) এবং রণোজ পেগু (শিক্ষা, সমতল জনজাতি এবং পশ্চাদপদ শ্রেণির উন্নয়ন)-কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আগামীকাল থেকে এসবিআই-র নয়া নিয়ম ৪ বারের বেশি টাকা তুললে বাড়তি চার্জ

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.) : আগামীকাল ১ জুলাই থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)-র নয়া নিয়ম চালু হচ্ছে। এক শ্রেণীর আমানতকারীকে এবার গুনতে হবে বাড়তি অর্থ।

যে সব অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম টাকা রাখার বাধ্যবাধকতা নেই, সেক্ষেত্রে এটিএম বা ব্যাঙ্কের শাখা থেকে মাসে ৪ বারের বেশি টাকা তুললে বাড়তি চার্জ দিতে হবে।

এসবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বার থেকে বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট (বিএসবিডি) আমানতকারীদের ১৫-৭৫ টাকা চার্জ দিতে হবে বিভিন্ন পরিষেবা পেতে গেলে। এর সঙ্গে যোগ হবে জিএসটি-ও। তবে এই নিয়ম সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে জারি করা হবে না। তবে এটিএম বা ব্যাঙ্কের শাখায় আর্থিক লেনদেন ছাড়া অন্যান্য কাজগুলি বিনা খরচাতেই করা যাবে। এ ছাড়া চেকবই পেতেও বাড়তি চার্জ দিতে হবে বলে এসবিআই সূত্রে খবর। তার সঙ্গেও জিএসটি যোগ হতে চলেছে। তবে প্রবীণ নাগরিকদের ওই নিয়মের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

পাথারকান্দির অসমাপ্ত নালার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি, সার্কল অফিসারকে স্মারকপত্র ব্যিবসায়ী সমিতির

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির বাজার এলাকায় অসমাপ্ত নালার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্ত মজুমদারের হাতে এক স্মারকপত্র তুলে দিয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির পদাধিকারীরা বিষয়টি নিয়ে সার্কল অফিসার দত্ত মজুমদারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনাও করেছেন।

প্রদত্ত স্মারকপত্রে ব্যবসায়ী সমিতি লিখেছে, দীর্ঘদিন থেকে বরাতপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থা বিন্নি কনস্ট্রাকশন গ্রুপ পাথারকান্দির উত্তর রেলওয়ে গেট থেকে দক্ষিণ রেলওয়ে গেট পর্যন্ত মাস্টার ড্রেনেজের কাজ কচ্ছপ গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে চলতি বর্ষার মরশুমে একদিকে যেমন শহরের জল নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হচ্ছে অন্যদিকে ফেলে রাখা অসমাপ্ত কাজে সড়কের পরিসরও ছোট হয়ে গেছে। যার দরুন প্রতিদিন জাতীয় সড়কটিতে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁরা নির্মাণ সংস্থার এই অসমাপ্ত কাজকেই দায়ী করেছেন। বিষয়টি শীঘ্রই সুরাহার দাবিতে তাঁরা সার্কল অফিসারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাঁদের কাছে গোটা বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে সরকারি বিভিন্ন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ আধিকারিক, নির্মাণ সংস্থা ও ব্যবসায়ী সমিতি এবং স্থানীয় বিশিষ্টজনদের নিয়ে বিশেষ এক সভার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন বলে ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেছেন সার্কল অফিসার অর্পিতা দত্ত মজুমদার।

প্রিয়াঙ্কা সকাশে সিধু, নভজ্যোৎকে বিপথগামী মিসাইল বললেন সুখবীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পঞ্জাব কংগ্রেসের নেতা নভজ্যোৎ সিং সিধু। আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে পঞ্জাব ইউনিটে কী হবে তাঁর ভূমিকা, সম্ভবত সে বিষয়েই বুধবার প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন সিধু। এদিন সকালে প্রিয়াঙ্কার সুজন সিং পার্কের বাসভবনে পৌঁছে যান সিধু। সেখানে বেশ কিছু সময় ধরে উভয়ের মধ্যে কথা হয়। বৈঠকের পরে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছবি তুলে সিধু টুইট করে জানিয়েছেন, ’প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হল।’

এদিকে, নভজ্যোৎ সিং সিধুকে বিপথগামী মিসাইল বললেন শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বুধবার সিধুকে কটাক্ষ করে সুখবীর বলেছেন, ’নভজ্যোৎ সিং সিধু একজন বিপথগামী মিসাইল, যিনি নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যে কোনও দিক থেকে আঘাত করতে পারে, এমনকি নিজেকেও। যিনি শুধু অভিনয় করেন এবং পঞ্জাবের উন্নয়নের কথা ভাবেন না পঞ্জাবে এমন কারও প্রয়োজন নেই।’

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জিঙ্ক সমৃদ্ধ উদ্ভিজ্জ খাবার

খনিজ উপাদান জিঙ্ক বা দস্তা'র উৎকৃষ্ট উৎস মাংস। তবে যারা প্রাণিজ খাবার কম খান বা নিরামিষাশী তারাও উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে জিঙ্ক পেতে পারেন। এনডিটিভি ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় পুষ্টিবিদ লভনিত বাত্রা বলেন, "সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যারা নিরামিষাশী তাদের দেহে জিঙ্কের অভাব থাকে। তবে আমার মতে উদ্ভিজ্জ খাবার থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জিঙ্ক পাওয়া সম্ভব।"

বাত্রা আরও বলেন, "সুস্থ থাকতে জিঙ্ক প্রয়োজন। এটা ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে। ক্ষত সারানোর পাশাপাশি স্বাদ ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়কে সচল রাখতে দস্তা বা জিঙ্কের প্রয়োজন আছে।"

জিঙ্ক সমৃদ্ধ কয়েকটি উদ্ভিজ্জ খাবারের উৎস সম্পর্কেও জানান এই পুষ্টিবিদ।

তিলের বীজ: তিলের বীজ পুষ্টির আঁধার। এটা জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, সেলেনিয়াম, লৌহ, ও ভিটামিন বি-সিক্স সমৃদ্ধ।

এটা তাপ উৎপাদন করে, তাই দিনে দুই চামচের বেশি তিলের বীজ খাওয়া ঠিক নয়। অথবা সমস্যা এড়াতে সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে বা হালকা ভেজে নাস্তা হিসেবে খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদ বাত্রা।

পনির: যদিও উদ্ভিজ্জ খাবার নয়। তবে প্রোটিনের উৎস হিসেবে নিরামিষভোজীদের কাছে পনির বেশ জনপ্রিয়। পনির বা কটেজ চিজ ক্যালসিয়াম ও জিঙ্কের ভালো উৎস।

স্যান্ডউইচ, সালাদ বা রুটিতে পনির যোগ করে খাওয়া যেতে পারে।

ডাল: ভারতসহ আমাদের দেশে খাবারের পদ হিসেবে ডাল বেশ জনপ্রিয়। এগুলো উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ও সহজে হজমযোগ্য। এক্ষেতে ছোলার ডাল জিঙ্কের ভালো উৎস ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়।

এক কাপ ডাল থেকে দৈনিক চাহিদার ৩০ শতাংশ জিঙ্ক, আঁশ ও প্রোটিন পাওয়া যায়।

ওটস: প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যআঁশ ছাড়াও আধা কাপ ওটসে ১.৩ মি.গ্রা. জিঙ্ক পাওয়া যায় যা নারীদের দৈনিক চাহিদার ১৬ শতাংশ পূরণ করে।

কুমড়ার বীজ: এক টেবিল-চামচ কুমড়ার বীজে ২.২ মি.গ্রা. জিঙ্ক থাকে যা প্রাপ্ত বয়স্কের দৈনিক চাহিদার ২৮ শতাংশ। এটা প্রোটিনের ভালো উৎস। ফলে ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে।

মাশরুম: শিটাকে মাশরুম দৈনিক চাহিদার তিন শতাংশ জিঙ্ক সরবারহ করে এবং এটা যেভাবেই রান্না করে খাওয়া হোক না কেনো তা শরীরের জন্য উপকারী। নিরামিষ ভোজী হয়ে থাকলে অথবা উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে জিঙ্ক পেতে চাইলে খাদ্যতালিকায় এসব উপাদান যোগ করতে পারেন।

তবে মনে রাখতে হবে, স্বাস্থ্যগত কোনো প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে যেসব খাবার

আটলান্টায় অবস্থিত 'এমোরয় ইউনিভার্সিটি'র গবেষণা অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইট দিস নট দ্যাট' ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে পারে এরকম কিছু খাবারের নাম এখানে দেওয়া হল।

সয়াবিন তেল নয়, আস্ত সয়াবিন ম্যাগনেসিয়াম, ফোলায়েট ও পটাশিয়ামের ভালো উৎস। এটা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হৃদয় ভালো রাখে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এর আঁশ কম ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন (এলডিএল) উৎপন্ন করে যা রক্তের খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বেশ কয়েকটি গবেষণা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, প্রতি সাত গ্রাম আঁশ খাওয়ার জন্য হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল।

টমেটো গবেষকদের মতে, টমেটোতে আছে লাইকোপিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা রান্নার পরে আরও বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, যারা নিয়মিত লাইকোপিন সমৃদ্ধ টমেটো গ্রহণ করে তাদের হৃদরোগ, ত্বকের সমস্যা ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কম থাকে।

টমেটোতে থাকা পলিফেনল চর্মরোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। এর বিকল্প হিসেবে চেরি ও আঙুর খাওয়া যেতে পারে।

আখরোট

আখরোট। আখরোট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ যা হৃদরোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

হৃদরোগের সঙ্গে বাদাম খাওয়ার সম্পর্কে ক্লিনিক্যাল প্রচেষ্টাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন বা তার বেশি এক আউন্স করে আখরোট খাওয়া (দৈনিক এক মুঠো) ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

হৃদরোগে আখরোটের তেল বেশ কার্যকার। তাই মাঝারি তাপে ভেজে এর তেল আলাদা করে নিতে পারেন অথবা রান্নায় বা পরিবেশনে আখরোটের তেল ব্যবহার করতে পারেন।

ডার্ক চকলেট গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ডার্ক চকলেট বা 'হট ড্রিংক' হিসেবে কোকো পানীয় পান করেন তাদের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি কম থাকে।

'সার্কুলেশন হার্ট ফেইলিওর' জার্নালে প্রকাশিত হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল এবং সুইডেনের ক্যারোলিন্সকা ইন্সটিটিউট'য়ের করা নয় বছরের গবেষণা থেকে দেখা গেছে, যেসব নারী সপ্তাহে দুয়েকবার ডার্ক চকলেট খেয়েছেন তাদের মাঝে হৃদরোগের ঝুঁকি ৩২ শতাংশ কম ছিল।

তাদের দ্বিতীয় দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় দেখা গেছে, যে পুরুষেরা সবচেয়ে বেশি চকলেট খায় তাদের মাঝে স্ট্রোকের ঝুঁকি ১৭ শতাংশ কম ছিল।

হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে পলিফেনল ও ফ্লাভানয়েল উপকারী। ৭০ শতাংশ কোকোয়া সমৃদ্ধ চকলেট পর্যাপ্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবারহ করে।

দই

'আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন' অনুযায়ী, দৈনিক ক্যালরির দুই শতাংশ দই থেকে গ্রহণ করে এমন ২০০০ জন প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর করা গবেষণা থেকে দেখে গেছে, এদের মাঝে অন্যান্যদের তুলনায় দুশ্চিন্তার প্রবণতা ৩১ শতাংশ কম।

'আমেরিকান জার্নাল অফ হাইপারটেনশন'য়ে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণা অনুযায়ী, প্রতি সপ্তহে দই খাওয়া ৬ শতাংশ দুশ্চিন্তার প্রবণতা কমায়। এতে আছে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম। কিছু কিছু দইয়ে প্রচুর পটাসিয়াম থাকে যা রক্তচাপ কমায়। পুষ্টিবিদদের মতে, ওজন কমাতে চাইলে চিনি ও কোনো রকম বাড়তি স্বাদ ছাড়া দই খাওয়া কার্যকর।

মিষ্টি আলু:

'লো-কার্ব' অর্থাৎ ধীরে হজম হয়, আর পেট ভরা অনুভূতি দেয় অনেকক্ষণ।

এটা আঁশ ও পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এবং চর্বি পোড়াতে সহায়তা করে। আছে ক্যারোটিনয়েড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় যা হৃদরোগের অন্যতম কারণ।

শরীরচর্চায় শক্তি যোগাতে এতে থাকা ভিটামিন এ, সি এবং বি-সিক্স সহায়তা করে।

সিদ্ধ চিনাবাদাম

খোসা-সহ সিদ্ধ করা চিনা বাদামের ভেতরের লাল অংশ থেকে রেজভেট্রল পাওয়া যায়, যাতে ভাজা বাদামের তুলনায় ক্যালরি ও চর্বি কম থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ইসাবেল স্মিথ নিউট্রিশন'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ইসাবেল স্মিথ বলেন, "বাদাম আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বির ভালো উৎস যা দেহের প্রদাহ কমাতে ও হজমক্রিয়া উন্নত করতে সহায়তা করে।"

কাঠ বাদাম

পুষ্টিবিজ্ঞানের তথ্যানুসারে, ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কাঠবাদাম 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমিয়ে, রক্তে শর্করার মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হৃদয়কে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

পূর্ণ শস্য

যুক্তরাষ্ট্রের ফিশার নিউট্রিশন সিস্টেম'য়ের পুষ্টিবিদ সুজানি ফিশার ব্যাখ্যা করেন, "গোটা শস্য মানে এর তুষ এবং জীবাণু অপসারণের জন্য খুব বেশি প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি। এগুলো উন্নত খাদ্য-আঁশ সমৃদ্ধ, যা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাকে উন্নত করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এটা পেট ভরা রাখার পাশাপাশি স্থূলতা কমাতেও সহায়তা করে।

বার্লি

বার্লি শস্য-জাতীয় খাবার।

ডেনভার-ভিত্তিক পুষ্টিবিদ ও 'একাডেমি অব নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটিক্স'য়ের জাতীয় মুখপাত্র জেসিকা ক্রান্ডাল বলেন, "শস্যের থাকা আঁশ হৃদরোগ সৃষ্টিকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।"

আলসেমি করেও সুস্থ-সবল থাকার পন্থা

স্বাস্থ্যবান হতে ভারি ব্যায়াম যে করতেই হবে তা কিন্তু নয়।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনলে তা হতে পারে। শারীরিক নড়াচড়া বাড়াতে হবে, হাঁটতে হবে বেশি, খাদ্যাভ্যাস হতে নিয়ন্ত্রিত ও স্বাস্থ্যকর।

ফোনে কথা বলা মানেই হাঁটা: যুক্তরাষ্ট্রের 'হোল ইনটেন্ট' নামক 'ফিটনেস অ্যান্ড নিউট্রিশন' ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, সাবেক ব্যায়ামবীর, প্রশিক্ষক অ্যাশলি ভ্যান বুরস্কির্ক বলেন, "পরিবার, বন্ধুমহল, কাজ সবমিলিয়ে সারাদিনে প্রায় সবারই অনেকগুলো ফোন আসে। এই ফোনে কথা বলার সময়টা বসে না থেকে হাঁটতে পারেন অনায়াসেই। নিয়ম করে নিতে হবে যে বসে ফোনে কথা বলব না। ফলে কথা বলাও হল সঙ্গে হালকা ব্যায়ামও হয়ে গেল। আর যেকোনো স্থানেই তা করা সম্ভব।

টিভি দেখার সময় স্ট্রেচিং: যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষক ক্লারা রবার্ট অজ বলেন, "স্ট্রেচিং করলে খুব বেশি ক্যালরি খরচ হয়না তবে শারীরিক ও মানসিক একটা প্রশান্তি অনুভব করা যায়।"

যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রশিক্ষক আরও জানান, কর্টিসল নামক হরমোন যা মন ভালো করার হরমোন হিসেবে পরিচিত সেটাই শরীরে নিঃসৃত হয় 'স্ট্রেচিং' করলে।

"এই প্রশান্তি আপনাকে দূরে রাখবে মানসিক চাপ কমাতে খাবারের আশ্রয় নেওয়ার অভ্যাস থেকে। যে কোনো মাদক থেকে দূরে রাখতেও ভূমিকা রাখবে।"

আর এর জন্য কোনো বিশেষ জায়গায় যাওয়া প্রয়োজন নেই। টিভি, কম্পিউটারে কিছু একটা দেখতে দেখতেও কাজটি সেরে ফেলতে পারেন।

ব্যায়ামের সরঞ্জাম রাখুন চোখের সামনে: যুক্তরাষ্ট্রের আরেক ব্যায়াম প্রশিক্ষক ডোরিয়ান 'গ্যামবিট' জনসন বলেন, "ব্যায়াম করার চিন্তাটা যাতে মনের আড়াল না হয়

সেজন্য ব্যায়ামের সরঞ্জাম চোখের সামনে রাখাটা গুরুপূর্ণ।"

'ইটদিস ডটকম' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "তার মানে এই নয় যে নিজের ঘরটাকে ব্যায়ামাগার বানিয়ে ফেলতে হবে। বিছানা কিংবা টেবিলের পাশে 'ডাম্বেল' রেখে দিন। যাতে সামান্য অবসরে তা হাতে তুলে নিতে পারেন।"

দৈনন্দিন কাজের মাঝে ব্যায়াম যোগ করা: কলোরাডো 'গভর্নর'স কাউন্সিল ফর অ্যাকটিভ অ্যান্ড হেলদি লাইফস্টাইল'য়ের প্রশিক্ষক সারা হাপেনেন, (বিএসসি, এমএসসি) বলেন, "নিত্যদিনের অভ্যাসগুলোর সঙ্গে হালকা ব্যায়াম জুড়ে দেওয়ার অভ্যাসটা ওজন কমাতে অত্যন্ত উপকারী।"

"যেমন- রাতে দাঁত ব্রাশ করার সময় কিংবা আগে-পরে ১৫ বার উঠবস করে নিতে পারেন। এই দুটো কাজকে একটা কাজ হিসেবে ধরে নিতে হবে। যেন উঠবসটা দাঁত পরিষ্কারেরই একটা অংশ। এমন অসংখ্য দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে যোগ করে নিতে পারেন যেকোনো 'ফ্রি-হ্যান্ড' ব্যায়াম।"

রাতের খাবারের পরপরই দাঁত ব্রাশ: রাতের খাবারের পর আবার কিছু খেয়ে ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করার উপায় হতে পারে রাতের খাবার শেষ করেই দাঁত ব্রাশ করে ফেলা। এতে কোনো কিছু খাওয়া আগে আবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে এই ভাবনা আপনাকে দমিয়ে রাখতে পারে। তবে এই উপায় তাদের জন্যই প্রযোজ্য যাদের রাতে দাঁত ব্রাশ করে ঘুমানোর অভ্যাসটা শক্ত।

চোখের সামনে পানি: 'মন্টগ্যামেরি কাউন্টি কায়রোপ্র্যাকটিক সেন্টার ইন নর্থ ওয়েলস'য়ের অ্যালেন কনর‍্যাড (বিএস, ডিএস, সিএসসিএস) বলেন, "ওজন নিয়ন্ত্রণে পানি পানের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়না অনেকক্ষেত্রেই। শরীরে পানির অভাব দেখা দিলে বিপাকক্রিয়ার গতি কমে যায়। শরীরের সকল অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যাবলির জন্য পানি দরকার, খাবারের সঙ্গে শরীরে পানি যেতে হবে। তারপর প্রতিদিন আট গ্লাস পানি পানের প্রয়োজনীয়তা তো আছেই। তাই খাবার পানি সবসময়ই আপনার চোখের সামনে থাকা উচিত।"

যত হাঁটবেন ততই ভালো: ব্যায়াম প্রশিক্ষক, ১৯ বার বিশ্বজয়ী ভারোত্তলক, ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিক গেইমস'য়ের 'ড্রাগ টেস্টিং সুপারভাইজর' রবার্ট হার্বস্ট।

তিনি স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "হাঁটা অত্যন্ত উপকারী ব্যায়াম। পেশি গঠন করে, বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ায়, হৃদযন্ত্র ভালো রাখে, শরীরচর্চা ক্ষমতা বাড়ায় হাঁটা। আর হাঁটার পরিমান বাড়ানো শুধুই সময়ের ব্যাপার, এমনকি এই মহামারির মধ্যেও।"

"ঘটা করেই হাঁটতে হবে তা নয়, 'লিফ'য়ের বদলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, গন্তব্য থেকে একটু দূরে যানবাহন ছেড়ে হাঁটা, ফোনে কথা বলার সময় হাঁটা। নিজের সদিচ্ছা থাকলে হাঁটার সুযোগের কোনো কমতি নেই।"

উঠবস: সারাদিনে ১০টা করে মোট তিনবার উঠবস করা খুব কঠিন কিংবা সময়সাপেক্ষ নয়। এই সাধারণ ব্যায়াম কাজ করে 'কোর', 'গ্লুটস', 'কালভস'য়ের ওপর।

শরীরের 'পশ্চার' ঠিক করে। পিঠ ব্যথা দূর করে। আর যেকোনো স্থানেই এই ব্যায়াম করা যায়। অফিসে চেয়ারে ছেড়ে কিছুক্ষণ উঠবস করুন। পার্কের বেঞ্চে উঠবস করুন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ও উঠবস করতে পারেন।

ক্যালরি বহুল হলেও বাদাম খাওয়া উপকারী

যুক্তরাষ্ট্রের এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডা. রবার্ট লাস্টিগের মতে, স্বাস্থ্যকর খাবার যকৃত ও অন্ত্র সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। খাবার তালিকায় শর্করা ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের চেয়ে আঁশ-জাতীয় বাদাম ও শাক-সবজি রাখা উচিত। এতে করে দীর্ঘমেয়াদী রোগ, যেমন- হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটা হ্রাস পায় বলে জানা যায়। বহু বছর খাদ্যাভ্যাস-সম্পর্কিত রোগের চিকিৎসা করতে যেয়ে শিশুবিশেষজ্ঞ এবং এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ডা. রবার্ট লাস্টিগ, অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণের আসক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে ক্যালরিবহুল স্বাস্থ্যকর খাবারের পরিবর্তে বরং কম ক্যালরিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণকে সমর্থন করেন। ইনসাইডর ডটকম'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমরা যা খাই সেটাই দেহে প্রকাশ পায়। তবে এখন বলতে বাধ্য হই, তারা যা দেখায় সেটাই আমরা খাই আর সেসবই দেহে প্রকাশ পায়।"

বিভিন্ন প্রক্রিয়াজত ও চিনিযুক্ত খাবারের প্রচারণা সম্পর্কে এভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করেন এই চিকিৎসক। তার 'মেটাবোলিক' বইতে তিনি দেখান যে, শিল্পায়ীত খাবার স্বাস্থের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই তিনি খাবার তালিকা থেকে অতিরিক্ত ভাজাপোড়া ও প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তার মতে, অপ্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন- সবজি, বাদাম, চর্বিহীন মাংস বা প্রোটিন গ্রহণ করা ও শর্করা এবং ভাজাপোড়া বাদ দেওয়া অন্ত্র ও যকৃতকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করে। বাড়তি চিনি বাদ দেওয়া যকৃতকে ভালো রাখতে প্রথমেই খাবার থেকে অতিরিক্ত চিনি বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। চিনি যকৃতের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়ে রাসায়নিক উপজাত তৈরি করে যা যকৃত, হৃদরোগ ও বিপাকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেইট হজমের ফলে দেহে ভেঙে গ্লুকোজ বা সাধারণ চিনিতে পরিণত হয়। যা দেহের জন্য ক্ষতিকর। লাস্টিগের মতে, উচ্চ ফ্রুক্টোজ ধরনের কর্ন সুপ একটা পরিচিত প্রক্রিয়াজাত খাবার। তবে এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

বেশি করে বাদাম ও শাকসবজি খাওয়া লাস্টিগের মতে, স্বাস্থ্যকর খাবারের দ্বিতীয় অংশ হল- অন্ত্র সুস্থ রাখার খাবার খাওয়া প্রয়োজন। আঁশ-জাতীয় খাবার যেমন- সবজি, বীজ ও বাদাম এর অন্তর্ভুক্ত। আঁশ-জাতীয় খাবার পাচনতন্ত্রে থাকা ভালো ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে যা হজমে সহায়তা করে। গবেষণায় প্রমাণ মেলে যে, আঁশ-জাতীয় খাবারের ঘাটতিতে ব্যাক্টেরিয়াগুলোর শ্লেষ্মার স্বাস্থ্যকর স্তর ভেঙে পাচনজনিত রোগের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অন্ত্রের আস্তরণগুলো ভাঙা শুরু করতে পারে। ওজন ঠিক রাখতে, বিপাক বাড়াতে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত আঁশ-জাতীয় খাবার খাওয়া জরুরি।

সেক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ উপাদান যেমন- সবজি, শস্য, মাছ ও অন্যান্য খাবার খাদ্য তালিকায় রাখা উপকারী। পর্যাপ্ত ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড গ্রহণ

বাদামের উচ্চ চর্বি ও ক্যালরির জন্য তা পুষ্টিকর খাবার তালিকার বহির্ভূত ছিল। তবে লাস্টিগের মতে, এটা অন্যতম পুষ্টিকর খাবার যা যকৃত ও অন্ত্র সুস্থ রাখে।

একইভাবে, মাছ ও ডিম পুষ্টিকর খাবার এগুলো অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ বলে জানান, তিনি।

কৈশোরে ত্বকের যত্ন

এসব সমস্যা থেকে বাঁচতে ত্বকের নিয়মিত যত্নে নেওয়া প্রয়োজন।

কৈশোরে ত্বকের যত্ন নেওয়ার সঠিক উপায় সম্পর্কে কস্মেটিক ইঞ্জিনিয়ার এবং 'কসমিক নিউট্রাকস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ডলি কুমার বলেন, "ত্বকের যত্নে প্রথম ধাপ হল ত্বক পরিষ্কার রাখা। দিনে দুবার ফেইসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত। এরপরে টোনার ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।"

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "ত্বক ভালো রাখার আরেকটি মূলমন্ত্র হল ত্বক আর্দ রাখা। এটা ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়।"

এই সময়ে দৈনিক আট গ্লাস পানি পান, মৌসুমি ফল ও সবজি যেমন- শসা, তরমুজ, টমেটো ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ ডলি কুমার।

বাইরে অনেক গরম থাকায় যতটা সম্ভব ঘরে থাকা উচিত। ঘরে থাকলেও শরীরকে আর্দ রাখতে ঠিক মতো গোসল করা ও শরবত পান করা উচিত।

রাতে ঘুমানোর আগে গোসল করা উচিত। তৈলাক্তভাবের কারণে ব্রণ ও ব্রেকআউট দেখা দিতে পারে তাই। তৈলাক্ত প্রসাধনী থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে কোনোভাবেই সানব্লক ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না।

তাছাড়া ঠোঁটের আর্দতা সহজেই কমে যায়। তাই সবসময় একে আর্দ রাখার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে ফলের নির্যাসযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা ভালো।

মুখের পাশাপাশি চোখের চারপাশের ত্বকেরও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। চোখের ফোলাভাব কমাতে বরফ বা আই প্যাক ব্যবহার ভালো।

এছাড়াও মোবাইল ফোন ও টেলিভিশন দেখার পেছনে কম সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। কারণ কৈশোরে ত্বক অপরিপক্ক থাকে। ফলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ত্বক আর্দ রাখতে রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা উচিত। না হলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া যে কোনো প্রসাধনী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজের ত্বকের ধরণ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন বলে জানান ডলি কুমার।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঘোষণা হবে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মূল্যায়ন পদ্ধতি : শিক্ষামন্ত্রী পেগু

গুয়াহাটি, ৩০ জুন (হি.স.) : আগামীকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ তথা চূড়ান্ত পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির বিস্তারিত। জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ জানান, ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে গঠিত দুটি কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনগুলি মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা খতিয়ে দেখছেন। তাঁর অনুমোদন পেলে আজ বুধবার রাতের মধ্যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এখানে উল্লেখ করা যেকে পারে, ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নীতি নির্ধারণ করতে গত ১৯ জুন অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) এবং অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (এএইচএসইসি)-এর জন্য পৃথক দুটি কমিটি গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সরকার। সে অনুয়ায়ী কমিটি দুটি ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক, হাইমাদ্রাসা এবং উচ্চ মাধ্যমিক (হায়ার সেকেন্ডারি)-এর চূড়ান্ত পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের পাশ করানোর ব্যাপারে মডালিটি বা ফর্মুলা তৈরি করেছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি দুটির একটি মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা (ম্যাট্রিক বা দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা) এবং অন্যটি হায়ার সেকেন্ডারি (দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা) পরীক্ষার মূল্যায়নের জন্য গঠিত হয়েছে।

একেকটি কমিটিতে নয় (৯) জন করে সদস্য নিয়োগ করা হয়েছিল। দুই কমিটিকে কিছু নিয়মাবলির সঙ্গে কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছিল সরকার। মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড় অলক বুঢ়াগোঁহাইকে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় কুমার ভাস্কর বর্মা সংস্কৃত ও পুরাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপককুমার শর্মাকে।

'কংগ্রেস টুরিস্ট পলিটিক্যাল পার্টি', নাড্ডার মন্তব্যে লাল অসম কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ৩০ জুন (হি.স.) : কংগ্রেসকে 'টুরিস্ট পলিটিক্যাল পার্টি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। তাঁর এই কটাক্ষসুলভ মন্তব্যে চটে লাল অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা। রাজ্যসভার সদস্য তথা অসম কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বলেন, ১৩৬ বছর পুরনো একটি দলের সমালোচনা করার অধিকার নেই বিজেপির। 'বিজেপির শরীর মাংসহীন, এরা অন্যের শরীর মাংস নিয়ে শক্ত হতে চাইছে', বলেন রিপুন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা বলেন, গতকাল দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল বক্তব্যে জেপি নাড্ডা বলেছেন, কংগ্রেস নাকি একটি 'টুরিস্ট পলিটিক্যাল পার্টি'। আসলে ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস সম্পর্কে জেপি নাড্ডার কোনও জ্ঞান নেই। তিনি ১৩৬ বছরের একটি পুরনো দল কংগ্রেসের সমালোচনা করেন কী করে? নির্বাচনে পরজয়বরণ করলেই যদি একটি রাজনৈতিক দল পলিটিক্যাল টুরিস্টে পরিণত হয়, তা-হলে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালায় শোচনীয় ভাবে পরাজিত বিজেপিও সেই সব রাজ্যে পলিটিক্যাল টুরিস্ট পার্টি। অসমে এখন ঘোর সংকট চলছে। সংকটকালে অসমে আসার সময় পাচ্ছেন না বিজেপি নেতৃত্ব।

রিপুন বরা ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার অসম প্রদেশ কংগ্রেসকে সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভুলেই কোভিডের দ্বিতীয় ওয়েভে অক্সিজেনের অভাবে, হাসপাতালের অভাবে, শয্যার অভাবে দেশের হাজার হাজার মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা।

এদিকে হাগ্রাম মহিলারির বড়োল্যান্ড পিপলস পার্টি (বিপিএফ) কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে প্রকাশিত খবরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা বলেন, হাগ্রামা মহিলারি নেতৃত্বাধীন বিপিএফ এখনও মহাজোটের অন্যতম প্রধান শরিক। বিপিএফ আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও মহাজোট ত্যাগ করেনি। রিপুনের গুরুতর অভিযোগ, অসমের বর্তমান সরকার তথা বিজেপি হাগ্রামা মহিলারিকে ব্ল্যাকমেলিং করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মহাজোট থেকে দূরে রাতে চাইছে। আরও স্পষ্ট করে বলেন, সরকার এনআইএ, সিবিআই-এর ভীতি দেখিয়ে হাগ্রামা মহিলারিকে ব্যাবিকমেলিং করছে।

রিপুন বরা জানান, বিপিএফকে সঙ্গে নিয়েই গোসাইগাঁও, তামুলপুর এবং মরিয়নি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে মহাজোট। তিনি জানান, রাইজর দল-এর সভাপতি শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ের সঙ্গে আলোচনা করে মরিয়নিতে প্রার্থী দেবে মহাজোট। তাঁর অভিযোগ, অখিল গগৈ (কারাবন্দি)-এর বিরুদ্ধে অহেতুক একের পর এক অভিযোগনামা দাখিল করছে এনআইএ। এ ধরনের কার্যকলাপ অতি নিন্দনীয়, বলেন রিপুন বরা।

"বিনা চিন্তাভাবনায় স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ঘোষণা করেছেন": কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): করোনা আবহের মাঝেই শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এরপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে, "বিনা চিন্তাভাবনায় স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ঘোষণা করেছেন" ফের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, "একজন নিরাশ ও হতাশ মুখ্যমন্ত্রী কেমন হন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলেই বোঝা যায়। এই স্টুডেন্ট স্কিম গুজরাতে অনেক দিন আগে থেকেই দেওয়া হয়। সরকার স্কিম চালু করেছে। তা নিয়ে সন্দেহ তো প্রকাশ হবেই। হয় এই প্রকল্প মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে। নয়তো দুনম্বরি হবে। উনি তো গৃহবধূদেরও ৫০০ টাকা দেবেন বলেছিলেন। আমাদের ওখানে জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের ১০০০ টাকা দেবেন বলেছিলেন। একবার দিয়েছে ভোট দেওয়ার পর থেকে এখন বলছে আর টাকা নেই। আর এই ধরনের স্কিম বিভিন্ন রাজ্যে করেছে। এটা বাস্তব ভাবে প্রমাণিত কোনও প্রকল্প নয়। এতে ছিদ্র বন্ধ হবে না। এখানে স্কিমে যিনি ঋণ নেবেন। তিনি যদি তা শোধ করতে না পারেন তার দায় কে নেবে। সরকার নেবে। এখানকার যা পরিস্থিতি, পড়াশোনা করে চাকরি, ব্যবসা কিছুই করার উপায় নেই। তাহলে কী ভাবে এই ঋণ শোধ দেবেন পড়ুয়ারা। উনি কোনও চিন্তাভাবনা না করেই ঘোষণা করেছেন "।

উল্লেখ্য, এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের গ্যারান্টার রাজ্য সরকার। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণের জন্যেও ছাত্রছাত্রীদের ঋণ দেওয়া হবে। এছাড়াও কোর্স ফি, টিউশন ফি, কম্পিউটার, ল্যাপটপের জন্যেও ঋণ পাওয়া যাবে। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা এই ঋণের সুবিধা পাবেন। রাজ্যের সরকারি, বেসরকারি, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে এই ঋণ পাওয়া যাবে। সরকারের অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে আবেদন করা যাবে"।

শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্যকে ২৪ ঘণ্টায় রিপোর্ট পেশের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.) : শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের। বুধবার বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদের নির্দেশ, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই রাজ্য পুলিশের ডিজিকে জমা দিতে হবে রিপোর্ট।

রাজ্যে কারা কারা সরকারি নিরাপত্তা পান তা জানতে চেয়েছে আদালত। কী কারণে শুভেন্দুকে নিরাপত্তা দিয়েছিল রাজ্য সরকার এবং কী কারণেই বা রাজ্য তা তুলে নিল, তা-ও জানাতে চেয়েছেন বিচারপতি প্রসাদ। সেই সঙ্গে মামলার শুনানি পর্বে বুধবার বিচারপতি প্রসাদ, আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী বিল্লালদল ভট্টাচার্যের কাছে জানতে চান, """মামলাকারী (শুভেন্দু) জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান। তার পরেও কেন অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রয়োজন?""""

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে গত জানুয়ারিতে "পর্যাপ্ত নিরাপত্তা"র দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন শুভেন্দু। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে চলতি মাসে হাইকোর্টে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার তাঁকে একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমতুল নিরাপত্তা দেয়নি। সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী যা তাঁর প্রাপ্য। এখনও তাঁকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

শুনানি পর্বে বুধবার বিচারপতি প্রসাদ বলেন, """তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা। কোনও সরকারি কর্মচারী নন। শক্তিশালী বিরোধী দলের নেতা। এটাও রাজ্যকে মনে রাখতে হবে। মানুষকে সাহায্য করতে বিভিন্ন জায়গায় যাবেন। সে ক্ষেত্রে কেন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানাতে হবে রাজ্যকে।""""

"সব রাজ্য ভ্যাকসিন পাচ্ছে আমাদের কাছেই আসছে না", ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.): করোনা আতঙ্কে ভুগছে রাজ্যবাসী। ইতিমধ্যেই সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্যজুড়ে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অপরদিকে কেন্দ্র বনাম রাজ্য তরজা তুঙ্গে। এরই মাঝে বুধবার নবান্নে থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "সব রাজ্য ভ্যাকসিন পাচ্ছে। শুধু আমাদের কাছেই আসছে না" ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "আমাদের কাছে ভ্যাকসিন নেই। তাই কলকাতায় শুধু দ্বিতীয় ডোজ চলছে। উত্তরপ্রদেশ সাড়ে ৩ কোটি, মহারাষ্ট্র ৩ কোটি ডোজ পাচ্ছে। রাজস্থানের মত ছোট রাজ্যও বেশি ভ্যাকসিন পাচ্ছে। বাংলাকে নয় কেন"।এরপরেই কসবার জাল ভ্যাকসিন কান্ড প্রসঙ্গে নাম না করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, " ভুয়ো ক্যাম্প করার পর সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছি। এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনও করা হয়েছে। ভুয়ো ক্যাম্প নিয়ে অনেকে বড়বড় কথা বলছেন একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটলেও। বাংলাকে বদনামের চেষ্টা চলছে। ভুয়ো ক্যাম্প একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা"। এরপরেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুর চড়ান, " গুজরাতে পার্টি অফিস থেকে ভ্যাকসিন বিলি হয়েছে। এই ঘটনা বিজেপি যে সাজিয়ে করেনি তার প্রমাণ কোথায়। এই সমাজে কিছু দুষ্টু লোক আছে সরকারের লোগো ব্যবহার করে। সরকারের অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে আবেদন করবেন। ভ্যাকসিন নিয়ে যা হল। তা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। চোর-ডাকাতরা সবসময় ছবি তুলে রাখার চেষ্টা করে। অনেকে সেলফি তোলার চেষ্টা করে বারণ করে দিই। বিজেপির অনেক ছবি আছে আগামী দিনে বেরোবে "।

টাটার সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্যে হবে দুটি ক্যানসার হাসপাতাল, ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.) : ক্যানসারের চিকিতসা করাতে আর মুম্বই ছুটতে হবে না। টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্য সরকার এবার রাজ্যে দু''টি ক্যানসার হাসপাতাল গড়তে চলেছে বলে বুধবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার একটি হবে কলকাতার এসএসকেএম-এ আর অন্যটি হবে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রাজ্যবাসীর সুবিধার্থেই এমন পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন তিনি।

পড়ুয়াদের জন্য ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের সূচনায় বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই ক্যানসার হাসপাতালের ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, """বাংলার ক্যানসার রোগীদের ২৫ শতাংশই মুম্বইয়ের টাটা ক্যানসার হাসপাতালে চিকিতসা করাতে যান। টাটা সেন্টারের যে হাসপাতাল রয়েছে ওখানে। কিন্তু ওখানে থাকা, খাওয়া, যোগাযোগে ভীষণ অসুবিধেয় পড়তে হয়। ডাক্তার দেখানোর তারিখ পাওয়ার ক্ষেত্রেও ভীষণ অসুবিধে হয়। মানুষ সমস্যায় পড়েন। সেই নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমরা টাটা মেমোরিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। মুইতে যে রকম রয়েছে, টাটা মেমোরিয়াল এবং বাংলার সরকার মিলে রাজ্যে সে রকম দু"টি ক্যানসার হাসপাতাল গড়বে। একটি এসএসকেএম হাসপাতালে, অন্যটি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।""""

শনিবার, সারা দিনের প্রশিক্ষণে ডাক বিজেপির সব বিধায়ককে

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.) : ক'দিন বাদেই শুরু হবে রাজ্য বিধানসভা। বিজেপি-র বিধায়করা প্রায় সবাই নতুন। অনভিজ্ঞদের নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে পরিষদীয় লড়াই হবে কী করে? পথ খুঁজতে আগামী শনিবার কলকাতার হেস্টিংসে রাজ্য বিজেপি-র দফতরে বসছে বিধায়কদের ক্লাস।

২০১৬ সালে বিজেপি-র বিধায়ক সংখ্যা ছিল তিন। এর মধ্যে ছিলেন রাজ্য সভাপতি দিলীপও। এর পরে উপনির্বাচনে বিজেপি-র টিকিটে জেতেন আরও তিন জন। এ বার সেখানে বিজেপি জিতেছে ৭৭ আসনে। এর মধ্যে দুই সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও নিশীথ প্রামাণিক বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মুকুল রায়। সেই হিসেবে বিধায়ক সংখ্যা এখন ৭৪। এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েক জনকে বাদ দিলে বেশির ভাগই প্রথম বার বিধানসভায় এলেন।

ঠিক হয়েছে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বসবে ওই ক্লাশ। তিনি চাইছেন বিজেপি-র টিকিটে জয়ী নতুন বিধায়কদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। শুধু কাজ করলেই হবে না, প্রশিক্ষিত হতে হবে। সেই লক্ষ্যে তিনি মঙ্গলবারই দলের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠকে এই প্রস্তাব দেন।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনভর চলবে ওই প্রশিক্ষণ শিবির। সকাল ১০টা নাগাদ তার উদ্বোধন করবেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এর পরে বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেবেন রাজ্য স্তরের নেতার। তবে হেডস্যারের ভূমিকায় থাকবেন খোদ শুভেন্দু। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রী বিধায়কদের বিধানসভার অধিবেশনে কেমন ভূমিকা নিতে হবে কিংবা অন্যান্য কাজের খুঁটিনাটি শেখাতে চান। সেই সঙ্গে আরও নানা বিষয়ে দলের বক্তব্য কী হবে তা বোঝাতেও বিধায়কদের দিনভর ক্লাস করতে হবে। বিধানসভার অধিবেশনে বিতর্কে অংশ নেওয়া, প্রশ্ন করা, বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা এবং বিধায়কদের ও বিরোধী দলের অধিকার সম্পর্কে নতুনদের ওয়াকিবহাল করাই হবে প্রশিক্ষণের অন্যতম বিষয়। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা পরিকল্পনা তাতে এই অংশে প্রশিক্ষকের ভূমিকা নেবেন দলের পরিষদীয় নেতা শুভেন্দু। সহকারী হবেন দ্বিতীয় বারের বিধায়ক তথা দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা। এ বার নির্বাচনে জয় পাননি এমন অন্য দল থেকে আসা বিধায়কদেরও এই শিবিরে থাকতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, শুভেন্দুবাবু চান জটু লাহিড়ি, সব্যসাচী দত্তরাও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন বিধায়কদের। শিবিরে হাজির থাকার অনুরোধ জানানো হবে দলের সাংসদদেরও। তাঁরাও সংসদীয় রীতি নিয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

ভ্যাকসিন নিয়ে জালিয়াতি রুখতে আরও তৎপর কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ৩০ জুন (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই চর্চায় কসবার জাল ভ্যাকসিন কান্ড। পুরসভার যুগ্ম কমিশনারের পরিচয়ে ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চালায় অভিযুক্ত। কসবা কান্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও তৎপর কলকাতা পুরসভা। এবার ভ্যাকসিনেশন অ্যাপে দিতে হবে ওয়ার্ড নাম্বার বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

করোনা হানায় ভুগছে শহরবাসী। এই পরিস্থিতিতে শহরবাসীর সেবায় ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। কিন্তু সেই ভ্যাকসিন নিয়ে সম্প্রতি জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে।

এরই মাঝে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ভ্যাকসিন নেওয়ার প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "ভ্যাকসিনেশনের জন্য যে অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে এবার টিকা নিতে গেলে নাগরিকদের নিজেদের ওয়ার্ড নং দিতে হবে। পাশাপাশি দিতে হবে ফোন নম্বর। যার ফলে পরবর্তীতে তাঁদের চিহ্নিত করা সহজ হবে। যে সেন্টারের বাইরে সিভিসি কোড থাকবে না। সেখান থেকে কেউ ভ্যাকসিন নেবেন না"।

সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক মালেগড়টিলা পরিদর্শন করিমগঞ্জ বরাকবঙ্গ ও মালেগড় সুরক্ষা সমিতির

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : ভারতের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক মালেগড় টিলা পরিদর্শন করলেন করিমগঞ্জ বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্মকর্তারা। সঙ্গে ছিলেন মালেগড় সুরক্ষা সমিতির পদাধিকারীবৃন্দও। ইতিমধ্যে মালেগড় টিলা প্রাঙ্গণে একটি অতিথিশালা নির্মাণের প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রস্তাবিত অতিথিশালার স্থান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতেই বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এবং মালেগড় সুরক্ষা সমিতির পদাধিকারীরা আজ বুধবার সেখানে যান। সেখানে মালেগড় সুরক্ষা সমিতির পদাধিকারীদের সঙ্গে এ নিয়ে মতবিনিময় করেন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শীর্ষ পদাধিকারীরা।

উল্লেখ্য, ১৮৫৭ সালে দেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন তথা সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত করিমগঞ্জের শহরতলি লাতুতে অবস্থিতি মালেগড় টিলাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভারতের পর্যটন মানচিত্রে একে অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০০৬ সাল থেকে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (বরাকবঙ্গ) নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বরাকবঙ্গের আবেদনে সাড়া দিয়ে মালেগড় টিলাকে একটি পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার ২৬২ টাকা বরাদ্দ করেছিল। ওই টাকায় সেখানে একটি শহিদ স্মারক তৈরি হয়। সেই শহিদ স্মারক নির্মাণকাজের তদারকির দায়িত্ব সে সময় বরাকবঙ্গের উপর ন্যস্ত করেছিল জেলা প্রশাসন। মূলত বরাকবঙ্গের দাবি এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মালেগড় টিলাটি নো-ম্যানস ল্যান্ডের বাইরে আসে। ২০০৭ সালে বরাকবঙ্গের উদ্যোগে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মালেগড়ে এবং লাতু হাইস্কুল প্রাঙ্গণে দিনভর কার্যসূচির আয়োজন করেছিল বরাকবঙ্গ।

পরবর্তীতে মালেগড়ের এই পর্যটন কেন্দ্রটির পরিকাঠামো উন্নয়নের আর্জি দীর্ঘদিন থেকে জানিয়ে আসছে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্প্রতি এই পর্যটন কেন্দ্রের সংলগ্ন এলাকায় একটি অতিথিশালা নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার অর্থ মঞ্জুর করেছে। এবার এই প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে সংগঠন। অচিরেই সেখানে সংগঠনের আঞ্চলিক সমিতি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন বরাকবঙ্গের কর্মকর্তারা।

মালেগড় টিলা এবং সংলগ্ন অঞ্চল পরিদর্শনের পর সেখানে মালেগড় সুরক্ষা সমিতির পদাধিকারীদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন বরাকবঙ্গের প্রতিনিধি দল। মালেগড় টিলার সার্বিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে গুচ্ছ প্রস্তাব গৃহীত হয়। বরাকবঙ্গ এবং মালেগড় সুরক্ষা সমিতির এক যৌথ প্রতিনিধি দল গৃহীত প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য জেলাশাসকের সঙ্গে খুব শীঘ্রই সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন বরাকবঙ্গের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির সম্পাদক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক মালেগড় টিলা পরিদর্শনে বরাকবঙ্গের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সব্যসাচী রায়, সুবীরবরণ রায়, মাশুক আহমদ, সৌমিত্র পাল, নন্দকিশোর বণিক, রাজীব দাস প্রমুখ। এছাড়া মালেগড় সুরক্ষা সমিতির পক্ষে ছিলেন আব্দুল মালিক, দীপক রায়, সাহিদুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, মইনুল ইসলামরা।

হাফলং হাসপাতালে কোভিড আইসিইউ ওয়ার্ডের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ, বৃহস্পতিবার উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী যোগেন মোহন

হাফলং (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : পিএম কেয়ার্সের অধীনে কোভিড রোগীদের জন্য ১১ শয্যাবিশিষ্ট আইসিইউ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার হাফলং সরকারি হাসপাতালের নির্মিত এই কোভিড আইসিইউ ওয়ার্ডের উদ্বোধন করবেন ডিমা হাসাও জেলার অভিভাবক মন্ত্রী তথা রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগ ও দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী যোগেন মোহন।

পিএম কেয়ার্সের অধীনে এই আইসিইউ ওয়ার্ড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল আজ থেকে চারমাস আগে। জুন মাসের মধ্যেই এই আইসিইউ ওয়ার্ডের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাফলং সফরকালে ২৫ জুনের মধ্যে কোভিড আইসিইউ ওয়ার্ডের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাফলং সরকারি হাসপাতালের এই কোভিড ওয়ার্ডের নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্ত (লোকনির্মাণ) বিভাগ কাজ সম্পূর্ণ করে বুধবার এই কোভিড ওয়ার্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে।

হাফলং সরকারি হাসপাতালের প্রশাসনিক আধিকারিক নয়নজ্যোতি গোস্বামী জানিয়েছেন, পিএম কেয়ার্সের অধীনে ১১ শয্যাবিশিষ্ট এই আইসিইউ ওয়ার্ড নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আজ (বুধবার) পূর্ত বিভাগ কোভিড ওয়ার্ডটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করেছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১-টা নাগাদ আইসিইউ ওয়ার্ডের উদ্বোধন করবেন ডিমা হাসাও জেলার অভিভাবক মন্ত্রী যোগেন মোহন। তার পর দু-একদিনের মধ্যেই কর্মক্ষম হয়ে উঠবে নবনির্মিত এই আইসিইউ ওয়ার্ড, জানিয়েছে নয়নজ্যোতি গোস্বামী। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে দুই চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড বয় ও ওয়ার্ড গার্লরা গিয়ে ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। তাছাড়া এই আইসিইউ ওয়ার্ডের জন্য আরও যে কারিগরি কর্মী বা স্বাস্থ্য কর্মীর প্রয়োজন পড়বে এর জন্য নিযুক্তির জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে যাতে শীঘ্রই এই আইসিইউ ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় কর্মী নিযুক্তি দেওয়া হয়, জানিয়েছেন হাফলং সরকারি হাসপাতালের প্রশাসনিক আধিকারিক নয়নজ্যোতি গোস্বামী।

তিনি বলেন, এই কোভিড আইসিইউ ওয়ার্ডের কাজ সম্পূর্ণ হলেও হাফলং সরকারি হাসপাতালে শিশুদের জন্য আরও ১০টি আইসিইউ ওয়ার্ডের নির্মাণকাজ চলছে। শিশু আইসিইউ ওয়ার্ডের জন্য আগামী দু-একদিনের মধ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাওয়ের মধ্যে হাফলং সরকারি হাসপাতাল প্রথম যেখানে আইসিইউ ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। তাই এখন থেকে জেলার কোনও জটিল রোগীকে আইসিইউর জন্য বাইরে যেতে হবে না। কারণ আইসিইউর জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে অনেক রোগীর মৃত্যু ঘটেছে এই পাহাড়ি জেলায়। তবে এবার হাফলং সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ ওয়ার্ড চালু হওয়ায় এখন অনেক রোগীর জীবন হয়ত বাঁচানো সম্ভব হবে, মনে করেন নয়নজ্যোতি গোস্বামী।

কোভিড ভ্যাকসিনেশনকে কেন্দ্র করে শিলচরের রংপুরে চরম অব্যবস্থা, প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতার সড়ক অবরোধ

শিলচর (অসম), ৩০ জুন (হি.স.) : কোভিড ভ্যাকসিনেশন শিবির আয়োজনের কথা ঘোষণার পর আচমকা তা নাকচ করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে শিলচর শহরের রংপুর এলাকা। কোভিড ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া নিয়ে শিলচর রংপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের চরম অব্যবস্থা দেখা দেয়। অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে নিজেদের আশঙ্কামুক্ত রাখতে প্রতিষেধক টিকা গ্রহণে উপচে-পড়া উৎসুক জনতার ভিড় জমে রংপুরের সংশ্লিষ্ট টিকাকেন্দ্রে। স্বাস্থ্য বিভাগের অগ্রিম ঘোষণা অনুযায়ী আজ টিকা গ্রহণ করতে উপস্থিত হন এলাকার কয়েকশো মানুষ। গতকাল রাত থেকে বিভিন্নভাবে লাইন ধরার তোড়জোড় শুরু করেন তাঁরা। এমনিতেই শৃঙ্খলাবদ্ধতার কোনও বালাই নেই প্রস্তাবিত কোভিড ভ্যাকসিনেশনের ওই কেন্দ্রে। স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে ওই ভ্যাকসিনেশন কেন্দ্র পরিচালনায় আগাম কোনও রকমের স্পষ্ট নিয়ম নীতি রক্ষা করা হয়নি। কোভিড প্রটোকল সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করে যে যার মতো করে ভ্যাকসিন গ্রহণের উদ্দেশ্যে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরেন। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে জানানো হয়ে রংপুরের নির্ধারিত ওই সেন্টারে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে না। এতেই ক্ষেপে যান অসংখ্য মানুষ। স্বাস্থ্য বিভাগের এমন খামখেয়ালিপনা ও দায়সারা মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাৎক্ষণিক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন উপস্থিত জনতা। প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এক সময় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়ন করতে হয়েছে। উত্তেজিত জনগণ শিলচর-মণিপুর রোডে অবরোধ গড়ে তুলেন। সড়ক অবরোধের ফলে রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স সহ শতাধিক যানবাহন আটকা পড়ে। উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সড়ক অবরোধমুক্ত করার চেষ্টা করেও বারবার বিফল হতে হয়েছে পুলিশ আধিকারিকদের। পরে প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শীঘ্রই রংপুর স্কুলে কোভিড ভ্যাকসিনেশন শিবির আয়োজন করার আশ্বাস দিলে বেলা দেড়টা নাগাদ সড়ক অবরোধমুক্ত হয়।

সরকারি কর্মচারীদের এডহক পদোন্নতি সংবিধান বিরোধী ঃ জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। বুধবার গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা হয় রাজ্য সরকার গত ২২ জুন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এডহক পদোন্নতির ঘোষণা দেয়। যা সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী বলে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিমত ব্যক্ত করলেন গণমুক্তি পরিষদ রাজ্য কমিটির সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভায় এডহক পদোন্নতি সম্পূর্ণভাবে শীর্ষ আদালতকে অমান্য করে হয়েছে। কারণ সংরক্ষণের মামলা অমান্য করে এডহক পদোন্নতি সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী। পাশাপাশি তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের পরিপন্থী এ সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের বলে জানান তিনি। বিগত সরকার চাকরির পদোন্নতির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ধারা অনুযায়ী কাজ করেছিল। এবং পদোন্নতি রীতিনীতি অনুসরণ করে বিগত সরকার কাজ করে আসছিল। কারণ দেশের শীর্ষ আদালত বলেছে সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে যাতে পদোন্নতি দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই পথে না এগিয়ে, সংবিধান বহির্ভূত কাজ করে চলেছে। তাই এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান তিনি।

করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ শে জুন।। বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডলের উদ্যোগে বুধবার উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে করোনার তৃতীয় ঢেউ সম্পর্কে এক সচেতনতামূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষিও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, বিজেপি গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, রাজ্য কমিটির সদস্য সমীর চক্রবর্তী, হারুন চৌধুরী, নুপুর নন্দী প্রমুখ, গোমতি জেলা প্রভারী গৌতম কর। এদিন এই আলোচনাসভায় উপস্থিত বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডলের নেতৃবৃন্দদের সামনে করোনার তৃতীয় ঢেউ সম্পর্কে আলোচনা করেন উদয়পুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অভিজিত দত্ত। সভায় বিভিন্ন পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য- সদস্যারা, প্রধান, পুরপরিষদের নির্বাচিত সদস্য অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কবি ও লেখিকা সুনিতা ধর বসু ঠাকুর এর জীবনাবসান

আগরতলা, ৩০ জুন।। প্রয়াত হলেন রাজ্যের আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কবি এবং লেখিকা সুনিতা ধর বসু ঠাকুরের জীবনাবসান হয়েছে। মাত্র ৪৭ বছর বয়সেই তিনি প্রয়াত হলেন। আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে তিনি এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি অনেকদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে সাংস্কৃতিক জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি বই প্রকাশনার সাথেও যুক্ত ছিলেন।

এদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার জানিয়েছেন লেখিকা সুনিতা ধর বসু ঠাকুর আইএলএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুর পর হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের মধ্যে ৭৫ হাজার টাকা ছাড় দিয়েছেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকারের অনুরোধে। এজন্য শ্রী সরকার আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ‘কো’তে যোগ দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ‘কো’তে যোগ দিলেন। নতুন একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে সাধারণত কোভিড-১৯ টিকাদানের স্থিতি আপডেট কবেন। সোমবার রাতে তিনি এটি বিপ্লব-এ কো-তে দিয়েছেন। একটি বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতের ওই অ্যাপের সিইও রাধাকৃষ্ণ শেঠ জানান, ত্রিপুরার মানুষকে তাদের ভাষায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ তৈরি করায় মুখ্যমন্ত্রী ‘কো’তে যোগদান করেছেন।

প্ল্যাটফর্মটি তৈরির কারণটি ছিল ভারতের জনগণকে নেতা জেড হিরোদের সাথে আলাপচারিতা করতে সক্ষম করা। আমরা আরও বেশি সংখ্যক ভারতের এই বিকাশের অংশ হিসাবে মর্যাদা পেয়ে খুশি এবং নাগরিকরা তাদের কাছ থেকে সর্বশেষ আপডেট পেতে রাজনৈতিক নেতাদের এবং দলগুলির সাথে সংযুক্ত হতে।

টিএসআর সপ্তম বাহিনীর সেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুন।। করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে টিএসআর সপ্তম বাহিনী। নাইট কারফিউ চলছে রাজ্যে। এ কারণে সারা রাজ্যে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এ মুহূর্তে ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট দূর করতে এগিয়ে এসেছে টিএসআর সপ্তম বাহিনী। বুধবার জম্পুইজলাস্থিত বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে পঞ্চাশ জন জওয়ান স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আই জি পি জি এস রাও, সিপাহীজলার এস পি কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, ডিএফও অনিমেষ দাস, বাহিনীর কমান্ডেন্ট এইচ কে আচারিয়া সহ বাহিনীর আধিকারিকেরা। এছাড়া এদিন বাহিনীর কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বৃষ্টিস্নাত দুপুরে অতিথিরা গাছের চারা রোপণ করেন। এ বিষয়ে বাহিনীর কমান্ডেন্ট এইচ কে আচারিয়া জানান টিএসআর জওয়ানেরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সদা নিয়োজিত রয়েছে। এর পাশাপাশি সমাজের কল্যাণে প্রতিনিয়ত কাজ করছে। করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, স্বচ্ছতা অভিযান, সেনিটাইজ করা ইত্যাদি কাজ করেছে টিএসআর। এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

সাইকেল চুরির দায়ে যুবককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ৩০ জুন।। নেশা সর্বনাশা।এই বাক্যটি অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ছাড়খাড় করে দিচ্ছে। এই নেশায় আসক্ত হয়ে পিতা - মাতাকে অত্যাচারের পাশাপাশি চুরির হিড়িক বেড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর এই ধরনের নেশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাইকেল চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকায়।

সাইকেল চুরি করার অপরাধে এক যুববকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিলো স্থানীয় মাতাবাড়ি বাজার চত্বর এলাকার ব্যবসায়ী জনগণ। মঙ্গলবার উদয়পুর মাতাবাড়ি বাজারে সংগঠিত হয় এই ধরনের সাইকেলে চুরির ঘটনা এই সাইকেল চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা মাতাবাড়ি সহ তৎসংলগ্ন এলাকা। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাই সাইকেল নিয়ে বাজারে আসেন বাজার করার জন্য।তিনি সাইকেল টি রেখে বাজারে যেতেই সঞ্জয় রায় নামে পেশায় সেলুন দোকান কর্মচারী স্থানীয় এক যুবক সাইকেলটি চুরি করে পালিয়ে যায়।সঞ্জয় সাইকেল নিয়ে পিত্রা বাজারের একটি সাইকেল দোকানে ৬০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনা জানতে পেরে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে জিজ্ঞেস করা হলে সঞ্জয় সাইকেল চুরির ঘটনা স্বীকার করে। পরবর্তীতে বাই সাইকেল টি যেখানে বিক্রি করা হয়ে ছিলো সে দোকান থেকে নিয়ে আসে। সমস্যার সমাধান হলেও মানুষ নেশায় আসক্ত হয়ে বিভিন্ন অপকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রবনতা হ্রাসে সমাজের সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা কামনা করছেন বুদ্ধিজীবি মাহল।

মাতাবাড়িতে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ জুন।। মন্দির নগরী উদয়পুরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মধ্যে ভার তথা পৃথিবী বিখ্যাত মন্দির - মাতাবাড়ি নামেই খ্যাত। এই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের উত্তর দিকের সিঁড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় এক ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঙ্গলবার সকালে। স্থানীয় লোকজন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এই ঘটনা দেখে খবর দেয় রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায়। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘটনার নিয়ে যাওয়া হয় উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে। অপরিচিত এই মাঝ বয়সী মহিলাকে এই মন্দির চত্বরে মাঝে মধ্যে দেখা যেতো বলে স্থানীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। সাতসকালে পবিত্র মায়ের মন্দিরের উত্তর দিকের সিড়িতে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা মাতাবাড়ি চত্বর সহ মন্দির নগরী উদয়পুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে মাতাবাড়ি এলাকার লোকজন প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে মাতারবাড়ি মন্দিরের উত্তর দিকের সিঁড়িতে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খবর দেয় রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায়। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। এই বিষয়ে মহিলা থানার এক আধিকারিক জানান কিভাবে এই মৃত্যু হয়েছে তা এখনই বলা যাচ্ছে সম্ভব নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশি তদন্তেই তা বেরিয়ে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। তবে স্বস্তির বিষয় এই মৃত দেহের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

দরিদ্র পরিবারকে সাহায্যে এগিয়ে আসলেন বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ জুন।। ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রাধীন মুড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হতদরিদ্র পরিবারের বয়স্ক বাসিন্দা মনিকা দাস রুদ্র কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়। কিছুদিন আগে মনিকা দাস রুদ্র নামে জনৈক মহিলার বসত ঘরটি প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে ভেঙে যায়। মঙ্গলবার স্থানীয় লোকজন কিছুটা মেরামতি করলেও অনেকটাই নড়েবড়ে অবস্থায় রয়েছে। মহিলার স্বামী অসুস্থ হয়ে মারা যায়। বাড়িতে বয়স্ক শাশুড়ি সহ সন্তানদের নিয়ে অসহায় ভাবে দিন কাটাচ্ছেন মনিকা দেবী। আর এই খবর শুনে বুধবার সকালে হতদরিদ্র মনিকা দেবীর বাড়ি গিয়ে সম্প্রতি নতুন ঘর তৈরী করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন বিজেপি গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়। এতে খুশি হতদরিদ্র মহিলা সহ তার পরিবার। সংবাদ সূত্রে জানা যায় আগেও আরো অনেক বার মনিকা দেবীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়। শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। কাকড়াবন আর ডি ব্লকের অন্তর্গত মির্জা পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়াতে ‘শান্তিপাড়া উন্নয়ন কমিটি’র উদ্যোগে বৃক্ষদান ও বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে।

চুড়াইবাড়িতে চার সন্তানের জননীকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ জুন।। এবার চার সন্তানের জননীকে ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হল চুরাইবাড়ি থানাধীন ফুলবাড়ি এলাকায়। অভিযুক্ত ধর্ষনকারী ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী মানিক উদ্দিন(৪৫)। সম্প্রতি অভিযুক্ত ধর্ষণকারী পলাতক। পুলিশ একটি ধর্ষণের মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘটে গেলো এক জঘন্যতম ঘটনা।ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাজিরা বেগমের স্বামী মানিক উদ্দিন পিতা পাখি মিয়া তার নিজ ৪০ বর্ষীয়া মাসি সাশুড়ীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করেছে বলে ধর্ষিতা মহিলার অভিযোগ। অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মানিক উদ্দিন তার মাসি শাশুরির সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে উওপ্ত গোটা ফুলবাড়ী এলাকা।জানা গেছে দির্ঘ কয়েক বছর ধরে এলাকায় একাধিক মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন অভিযুক্ত মানিক। কিন্তু কোনো তথ্য প্রমান না থাকার কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষ নিরব ছিলেন।এদিকে মানিক উদ্দিন নিজের বউ প্রধান হবার সুবাদে নিজেকে সর্বশক্তিমান ভাবতো বলেও এলাকাবাসীদের অভিযোগ। তেমনি বদ উদ্দেশ্যে গত রবিবার মানিক উদ্দিন তার অবৈধ আস্তানায় ঢুকে নিজের মাসি সাশুড়ির সাথে অবৈধ শারিরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায়।

তখন কে বা কাহারা মানিক ও তার মাসি শাশুরির অন্তরঙ্গের মুহূর্ত মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেয়। মুহুর্তে গোটা এলাকায় এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় পরিস্তিতিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঠিক তখন অভিযুক্ত মানিকের বিরুদ্ধে বলপূর্বক ধর্ষণের অভিযোগ এনে চুড়াইবাড়ি থানায় একটি ধর্ষণের মামলা রুজু করেন তার মাসি শাশুড়ি অর্থাৎ চার সন্তানের জননী।ধর্ষিতা চার সন্তানের জননীর অভিযোগ,তার পরিবারের সাথে বছরখানেক ধরে ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাজিরা বেগমের স্বামী মানিক উদ্দিনের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। স্বামীর অবর্তমানে অভিযুক্ত মানিক উদ্দিন বলপূর্বক তার সাথে যৌন লালসা চরিতার্থ করে। পরবর্তীতে সেই ঘটনা কাউকে না জানার জন্য ধর্ষণকারী মানিক প্রাণে মারা ও অন্তরঙ্গের ভিডিও ভাইরাল করার হুমকি দেয়। আর তাতে পরিবার ও সন্তানদের চিন্তা করে ধর্ষণের ঘটনা চাপা দিয়ে যান চার সন্তানের জননী।সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক বছর যাবত বলপূর্বক ধর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল মানিক। অনুরূপ গত ২৭ জুন রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ স্বামীর অবর্তমানে অভিযুক্ত মানিক ঘরে ঢুকে পুনরায় বল পূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেই ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে যায়। অবশেষে মান সম্মান ও পরিবার পরিজনদের কথা চিন্তা না করে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মানিক উদ্দিনের বিরুদ্ধে চুরাইবাড়ি থানায় একটি লিখিত ধর্ষণের মামলা রুজু করেন।সাথে ধর্ষণকারীর চরম শাস্তি চেয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে আবেদন জানান।এ মর্মে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি ধর্ষণের মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। তবে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি চাউর হতেই অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মানিক উদ্দিন গা ঢাকা দিয়েছে বলে খবর। এলাকাবাসী এই নরপিচাশের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী হওয়ার সুবাদে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পরও আইনি শাস্তির হাথ থেকে রেহাই পেয়ে যাবে নাতো ? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

রিপোর্ট

● আটের পাতার পর

পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ। রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে গত ১৮ জুন কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি দল বা কমিটি গঠন করবে। তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে হিংসার রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করবে। কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্টে কী উঠে এল ৩০ জুনের মধ্যে তা আদালতে জমা দিতে হবে। সেইমতো এদিন রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন।

পাচার চক্র

● আটের পাতার পর

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেশ কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। মাঝেমধ্যেই চাষাবাদের সময় নিজেদের অজান্তে এদেশের মানুষ অন্য দেশে প্রবেশ করেছেন। যদিও এক্ষেত্রে মানবিক কারণে তাদের ছেড়ে দেয় বিএসএফ ও বিজিবি।যে কারণে পাচারকারীরা ঝুঁকি এড়াতে যুবতীদের স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা প্রমাণ করতে ছেঁড়া পোশাকের ছদ্মবেশের আশ্রয় নেয়।

মহিলা নেত্রী

● প্রথম পাতার পর

করা এই ভাবে নাশকতা করেছে এখনো তা এখনো জানা যায়নি। পরিস্থিতি এবং এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে শাসক দলের কর্মকর্তারাই নিজ বাড়িতে সুরক্ষিত নন। বুধবার সকালে এই ঘটনা নিজে খতিয়ে দেখলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং রাজ্য মহিলা কমিশন এর চেয়ার পার্সন বর্ণালী গোস্বামী। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান, যারাই এই জঘন্যতম কাজটি করেছে তাদেরকে ছাড়া হবে না সে শাসক দলেরই হউক কিংবা বিরোধী দলের । এই বিষয়ে ধর্মনগর থানায় একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

দেওয়া হল

● প্রথম পাতার পর

কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সদর মহকুমা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান ঘিরে নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেননা গত বেশ কিছুদিন ধরে আগরতলা শহরের কিছু সংখ্যক বড় বড় দোকান শপিংমল খুলে দিব্যি ব্যবসা চালানো হচ্ছে। সবকিছু দেখে শুনেও এতদিন কেন শপিং মল গুলি বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল না তা নিয়েও নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।

রদবদল

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক এখন থেকে পুর কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিকে, একত্রে ৭ মহকুমা শাসক-কে বদলি করা হয়েছে। তাতে, কমলপুর, কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, পানিসাগর, জিরানিয়া এবং মোহনপুর মহকুমা শাসক রয়েছেন। এছাড়া, কুমারঘাট, মোহনভোগ এবং মোহনপুর ব্লকের বিডিও-দের বদলি করা হয়েছে। তালিকা অন্য আধিকারিকও রয়েছেন।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, লাগাতার পশ্চিম জেলাই সংক্রমণের শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৯৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৫৩ জন, গোমতি জেলায় ৫৪ জন, ধলাই জেলায় ৫১ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৩৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪৮ জন, উনকোটি জেলায় ৪৮ জন এবং খোয়াই জেলায় ৪৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

কোভিডে মৃতের শংসাপত্রে মৃত্যুর তারিখ ও কারণ অবশ্যই লেখা থাকতে হবে। তবেই সেই মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবেন।

দেশে কোভিডে মারা যাচ্ছেন লাখ লাখ মানুষ। মৃতের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। এই অবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন জমা পড়ে। চলতি মাসের শুরুতেই কেন্দ্র জানিয়ে দেয়, বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে ১২টি বিপর্যয়ে মৃতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে কোভিডকে ধরা চলে না। তাছাড়া কোভিডে দেশে মারা গিয়েছেন ৩.৮৫ লক্ষ জন। এত জনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে রাজকোষে চাপ পড়বে।

তৃণমূলের

● প্রথম পাতার পর

তুলনায় অনেক বেশি। বড় বড় কথা ছাড়া বিজেপি কিছুই দিতে পারে না। এই বিজেপি অস্তিত্বহীন। বিজেপি থেকে মুক্ত হন এবং দেশ বাঁচান। এই একই বার্তা শতাধিক ব্যক্তি পোস্ট দিয়েছেন। এমন-কি তৃণমূলের তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রমেন্দ্র সিনহা রায়ও ওই একই পোস্ট দিয়েছেন।

অথচ, দেশের বেকারত্বের চিত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সমীক্ষায় ত্রিপুরায় বেকারত্বের হার ছিল ২৬.৯৬ শতাংশ। ওই সময় ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তিন বছর বাদে আজ ত্রিপুরায় বেকারত্বের হার কমে দাড়িয়েছে ২০ শতাংশ। অথচ, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার ছিল ১২.৫২ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১৯.৩ শতাংশ। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য অনুসারে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৪৮১ জনের চাকরি হয়েছে এবং ৩০৯৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করেছে ত্রিপুরা সরকার। তেমনি, ত্রিপুরায় বর্তমানে বেকার রয়েছেন ১ লক্ষ ৯০ হাজার ২৮৭ জন। সম্প্রতি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষণা করেছেন, ১১ হাজার স্থায়ী চাকরি প্রদানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে রাজ্য সরকার।

এদিন ত্রিপুরা সম্পর্কে টুইটারে ট্রল নিয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যে বেকারের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমেছে। তবে, সকলকে সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ত্রিপুরা সরকার সকল বেকারদের স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টায় রয়েছে। সাথে প্রতিনিয়ত নিয়োগ জারি রেখেছে। তিনি বলেন, বাম জমানায় কর্মবিনিয়োগ দফতরে বেকারদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। এখন সেই পরিস্থিতিতে বদল এসেছে। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় সাম্রাজ্য বিস্তারে দিবাস্বপ্ন দেখছে। এক্ষেত্রে কেউ তাঁদের স্বপ্ন দেখতে আটকাতে পারবে না। তবে, ত্রিপুরার জনগণ অতীত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। মানুষ বিজেপির সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বহু পরিবার

● প্রথম পাতার পর

ফলে পাহাড়ের ধ্বস নামতে নামতে এক সময় বসত ঘরের মধ্যে পাহাড় থেকে মাটি ভেঙ্গে পড়ে। সেই সময় ঘুমিয়েছিল ৪২ বছর বয়সী সত্য লক্ষ্মী দেববর্মা, তার ১৬ বছরের মেয়ে ভূমিকা দেববর্মা এবং ১২ বছরের ছেলে চিরকুমার দেববর্মা। হঠাৎ করে তারা যেই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন সেই ঘরের মধ্যেই মাটি ধসে পড়ে। তিনজন ঘর বসতঘরসহ মাটি চাপা পড়ে যায়। এদিকে এ খবর পেয়ে এলাকাবাসীরা ছুটে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে এবং অ্যাম্বুলেন্সের সহযোগিতায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

অন্যদিকে, আজকের বৃষ্টিতে উদয়পুর পুর এলাকা সহ শহর ও শহরতলি সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যাতে কিছু কিছু এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। উদয়পুর শহর ও শহরতলি সংলগ্ন খিলপাড়া, গকুলপুর, জামজুড়ি, ফুলকুমারী রাজনগর, টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের সামনের নীচু এলাকায় অবস্থিত ঔষধের দোকান সমূহ প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন রূপ নেয় - ফলে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। রাতের মুষলধারে বৃষ্টি হয়তো আরো নীচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাগমা কমলা সাগর এলাকায় বেশ কিছু পরিবার নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে ‘বন্ধুর নাম সুদীপ’ সংস্থার সদস্যরা জেলা পরিষদের সদস্য টিটন পালের নেতৃত্বে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন।বিভিন্ন এলাকার নীচু জায়গা এবং বেশ কিছু পুকুর জলমগ্ন হওয়ায় মাছ চাষে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

আগামীকাল ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করবেন। সাথে সরকারি আধিকারিকরাও যাবেন। উদয়পুর কিরণ পেট্রোলিয়াম সংলগ্ন এলাকা থেকে তিনি জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন শুরু করবেন। মহকুমা প্রশাসন ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টর কর্মীরা ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যের জন্য প্রস্তুত আছেন বল সূত্র মারফৎ জানা যায়।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

টাকা।সাথে আটক করা হয় আন্তরাষ্ট্রীয় দুই মাদক কারবারি ফারুক আহমেদ(১৮) এবং বিশাল শব্দকর(১৯)কে।এ মর্মে কদমতলা থানার পুলিশ ৩৭ নম্বরের এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা রুজু করে ও দুই মাদক কারবারীকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে জেলা আদালতে প্রেরণ করে।মাননীয় বিচারপতি তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ডে থাকা আন্তরাষ্ট্রীয় মাদক কারবারীদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে নজমুল হক(৩০) নামের অপর এক মাদক কারবারীকে জালে তুলে পুলিশ। কিন্তু গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল ৭ টা ১১ মিনিটের সময় মাদক আইনে ধৃত ফারুক আহমেদ রিমান্ডে থাকাকালীন অবস্থায় প্রাকৃতিক কাজ করার নাম করে বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে পালিয়ে যায়।পালিয়ে যাবার পর তাকে খোঁজে বের করতে কদমতলা থানার ওসি গোটা উত্তর জেল জুড়ে লোকদেখানোর নামে দিনভর তল্লাশি চালালে নিট ফল হয় শূন্য।লক আপ থেকে মাদক আইনের মতো অভিযুক্তে অভিযুক্ত ধৃত আসামি পালিয়ে যেতেই গোটা রাজ্য জুড়ে কদমতলা থানার ভূমিকা নিয়ে সমালোচনানার ঝড় উঠে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে খোদ উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী মাঠে নামেন। তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হয় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী ত্রিকোণা সিনহাকে।

নিরীহ পুলিশ কর্মী বরখাস্ত হতেই গুনধর ওসি কৃষ্ণধন সরকারের বরখাস্তের দাবি উঠে নানা মহল থেকে।কেউ কেউ অভিযোগ করে বলেন, কদমতলা থানার দ্বায়িত্বে কৃষ্ণধন সরকার প্রায় দুই বছর যাবৎ রয়েছেন।তাহলে থানার লক আপের বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে মানুষ গায়ের হবার মতো যে রাস্তা রয়েছে সেটি ওসি বাবু কিভাবে এড়িয়ে গেলেন।তাছাড়া কৃষ্ণধন সরকারের নামে পূর্বেও টাকা গিলে থানা থেকে আসামি ছেড়ে দেবার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং মাদক আইনে ধৃতকে বাঁকা পথে পালাবার সুযোগ করে দেননিতো ওসি বাবু ?প্রশ্নের ঝড় বইতে থাকে।

কেউ কেউ আবার বলতে শুরু করেন এটা চোর পুলিশ খেলা।কদমতলা থানার পুলিশ বাবুরা হেলমেট বিহীন বাইক চালক ও মাস্ক বিহীন মানুষের পেছনে ফাইনের টাকা গুনতে ব্যস্ত,আসামির খবর কেবা রাখবে।সানীয় জনগন এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি ও ওসি কৃষ্ণধন সরকারের বরখাস্তের দাবি তুলেন। অবশেষে বহু জল্পনা-কল্পনার পর ৩২ ঘন্টার মাথায় উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু চক্রবর্তী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানাধীন হালাম বস্তি এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি ফারুক আহমেদকে গ্রেফতার করেন। তবে পুলিশ সুপারের মতো একজন জেলা আধিকারিক পালিয়ে যাওয়া আসামিকে গ্রেপ্তার করার ফলে কদমতলা থানার ওসি বাবু যে ‘অকর্মার ঢেঁকি’ তা একপ্রকার পরিষ্কার। তবে পুলিশ সুপারের এহেন ভূমিকায় গোটা উত্তর জেলা বাসীদের মনে রিয়েল হিরোর জায়গা করে নিয়েছেন। জানা গেছে আগামীকাল পালিয়ে যাওয়া আসামি ফারুক আহমেদ সহ তার সাঙ্গোপাঙ্গকে পুনরায় আদালতে প্রেরণ করা হবে।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

তল্লাশিতে উদ্ধার হয় কার্তুজ ভর্তি দুটো দেশী বন্দুক। আরো একটি বন্দুক তৈরি সামগ্রী উদ্ধার হয় সেখান থেকে।

আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে হিমনজয় রিয়াংকে রাতেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান অস্ত্র আইনে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সকালে ধৃত যুবককে আদালতে সোপার্দ করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

শচিন দেববর্মা স্বঘোষিত যুব বিষয়ক, সংস্কৃতি এবং কৃষি সচিব। তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশে অবস্থান করছে। জঙ্গীদলের কাউন্সিল মেম্বা উপেন্দ্র রিয়াং বর্তমানে সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়টি দেখাশোনা করছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

াঙ্গন

খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য অশ্বিন ও মিতালির নাম সুপারিশ বিসিসিআইয়ের, সুনীল ছেত্রীর নাম পাঠাল ফুটবল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.) : এ বছরের রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য অফ স্পিনার রবিচন্দন অশ্বিন ও ভারতের মহিলা একদিনের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজের নাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। এছাড়াও অর্জুন পুরস্কারের জন্য পাঠানো হচ্ছে কেএল রাহুল, জসপ্রিত বুমরাহ ও শিখর ধবনের নাম। আবার ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ভারতের ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর নাম সুপারিশ করেছে।

সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেই মতো খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য আর অশ্বিন ও ভারতের মহিলা একদিনের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজের নাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্জুন পুরস্কারের জন্য আবারও ধবনের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে রাহুল ও বুমরাহর নামও প্রস্তাব করা হয়েছে। গত বছর টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা, প্যারা অ্যাথলিট মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু ও টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন মনিকা বাত্রা ও মহিলা কুস্তিগীর বিনেশ ফোগাত এবং হকি খেলোয়াড় রানি রামপাল রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। রোহিত ছাড়াও ফাস্ট বোলার ইশান্ত শর্মা ও মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য দীপ্তি শর্মাকে অর্জুন পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এর আগে ক্রীড়ামন্ত্রক আসন্ন ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়েছিল। এই সময়সীমা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ৫ জুলাই। এর আগে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে ২৮ জুনের মধ্যে আবেদন পাঠাতে বলা হয়েছিল। টেনিস, বক্সি, কুস্তি সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই নাম পাঠিয়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবার বিসিসিআই-ও নাম পাঠাল। দ্যূতি চাঁদের নাম রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য ওড়িশা সরকার সুপারিশ করেছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রতিপক্ষের চোটের কারণে উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে রজার ফেডেরার

লন্ডন, ৩০ জুন (হি.স.) : উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা রজার ফেডেরার। ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হাঁটুর চোটের কারণে সরে দাঁড়ান কিংবদন্তি এই টেনিস তারকা। তবে ইংল্যান্ডের ঘাস কোর্টে অভিযানে নেমেই দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন সুইশ তারকা। তবে একপ্রকার ভাগ্যের জোরেই দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছান তিনি। বুধবার উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডে ২০ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা মুখোমুখি হয়েছিলেন ফরাসি তারকা আদ্রিয়ান মানারিনোর। কিন্তু চোট পেয়ে ফরাসি তারকা কোর্ট ছাড়তে বাধ্য হন। আর তার ফলেই দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান রজার ফেডেরার।

এদিন রজার ফেডেরারের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই উপহার দেন ফরাসি টেনিস তারকা মানারিনো। প্রথম সেটে ফেডেরারের কাছে ৬-৪ ব্যবধানে হার মানলেও। পরের দুটি সেটে দুরন্ত কামব্যাক করে আদ্রিয়ান মানারিনো। দুটি সেটে ৭-৬ ও ৬-৩ ব্যবধানে হারিয়ে দেন সুইশ তারকাকে। এরপর চতুর্থ সেট ৬-২ ব্যবধানে জিতে সমতায় ফেরেন ফেডেরার। আর চতুর্থ সেটেই ঘটে বিপত্তি। পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট পান ফরাসি তারকা।

চোট নিয়ে চতুর্থ সেট জিতলেও পঞ্চম সেটে আর কোর্টে ফিরতে পারেননি তিনি। যারফলে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান রজার ফেডেরার।

আগামী মরসুমে কোন দলের জার্সিতে দেখা যাবে মেসিকে, প্রশ্ন ফুটবল বিশ্বের

বার্সেলোনা, ৩০ জুন (হি.স.) : আগামী মরসুমে লিওনেল মেসি কোন দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন, সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে বার্সেলোনায় খেলা এখনও নিশ্চিত নয় তাঁর। কেন না বুধবার রাতেই তাঁর সঙ্গে ক্লাবের চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এনিয়ে বার্সেলোনার পক্ষ থেকে এখনও কোনও কিছুই জানানো হয়নি। গত মরসুম থেকেই তিনি বার্সা ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ থাকায় দল ছাড়তে পারেননি।

২০০০ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে বার্সেলোনায় যোগ দেন এই তারকা ফুটবলার। বার্সেলোনার সঙ্গে ২০১৭ সালের শেষ চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন শেষ হয়ে যাবে মেসির। ফলে কাল থেকে ফ্রি খেলোয়াড়। যে কোনও দলেই খেলতে পারেন তিনি।

আজকের মধ্যে মেসির সঙ্গে চুক্তি করতে না পারলে বেশ লজ্জায় পড়তে হবে বার্সেলোনার প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তাকে। দলের আর্থিক দুরবস্থার কারণে এমনিতেই বেশ চাপে রয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে বার্সেলোনা ক্লাবের ঋণ রয়েছে প্রায় ৮৯ হাজার কোটি টাকা।

কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার হয়ে সব চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা মেসি কোপা আমেরিকা খেলার জন্য এখন নিজের দেশে রয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এর মাঝেই বুধবারের মধ্যে তিনি বার্সেলোনায় সই করেন কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আইসিসি-র ক্রমতালিকায় শীর্ষে উইলিয়ামসন কেরিয়ারের সেরা স্থানে রোহিত

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.) : আইসিসির ক্রমতালিকায় শীর্ষে এলেন কেন উইলিয়ামসন, কয়েক ধাপ এগিয়ে এলেন রোহিত শর্মাও।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর আইসিসির টেস্ট ব্যাটসম্যানদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে কিউই অধিনায়ক। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। রোহিত শর্মা উঠে এলেন ষষ্ঠ স্থানে। তাঁর কেরিয়ারে এটাই সেরা স্থান।

চতুর্থ স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলী। তৃতীয় স্থানে থাকা মার্নাস লাবুশানের থেকে ৬৬ পয়েন্ট পিছিয়ে ভারত অধিনায়ক। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন ইংরেজ অধিনায়ক জো রুট।

প্রথম দশের মধ্যে রয়েছেন ঋষভ পন্থও। এক ধাপ নেমে সপ্তম স্থানে রয়েছেন তিনি। ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে অজিঙ্ক রহাণের। ১৩ নম্বরে রয়েছেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। ১৮ ধাপ উঠে ৪২ নম্বরে রয়েছেন লর্ডসের মাঠে অভিষেকে দ্বিশতরান করা ডেভন কনওয়ে।

আর বোলারদের ক্রমতালিকাতেও উন্নতি হয়েছে কিউইদের। ১৩ নম্বরে উঠে এসেছেন কাইল জেমিসন। ১১ নম্বরে ট্রেন্ট বোল্ট। বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। দ্বিতীয় স্থানে ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিন নম্বরে রয়েছেন কিউই পেসার টিম সাউদি। অশ্বিন ছাড়া প্রথম দশে কোনও ভারতীয় নেই।

অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেসন হোল্ডার। রবীন্দ্র জাডেজা নেমে গিয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। বেন স্টোকসের সঙ্গে সমান পয়েন্ট তাঁর। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন অশ্বিন।

সহজ জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক জকোভিচ

চলতি উইম্বলডনে তাঁর কেরিয়ারের ২০তম গ্রান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। এবারের ট্রফি জিততে পারলেই তিনি রজার ফেডেরার এবং রাফায়েল নাদালকে স্পর্শ করবেন। ফলে সদ্য ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে অল ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাবে পা রাখা জকোভিচের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় ধরা পড়ল আত্মবিশ্বাসের কাহিনী। দ্বিতীয় রাউন্ডে কেভিন অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধে সহজ জয়ের ফলে তৃতীয় রাউন্ডে চলে গেলেন নোভাক।

প্রসঙ্গত, প্রথম রাউন্ডে অবাছাই বিশ্ব ক্রমতালিকায় ২৫৩ নম্বরে থাকা জ্যাক ড্রাপারের বিরুদ্ধে প্রথম সেটে হারার পরে কার্যত রুদ্রমূর্তি ধারন করে তাঁকে চার সেটের লড়াইয়ে পর্যদুস্ত করেছিলেন "জোকার"। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে জিততে বেশি ঘাম ঝরাতে হল না তাঁকে।

উইম্বলডনের কোর্টে পা পিছলে পড়ে পাওয়া চোটর কারণে বিদায় জানাতে বাধ্য হন আমেরিকার তারকা সেরেনা উইলিয়ামস। বুধবার (৩০ জুন) সেন্টার কোর্টে সেই ঘটনা নোভাকের ম্যাচে একাধিকবার ঘটছিল। স্বাভাবিকভাবেই নোভাকের চোটগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিলেন তাঁর সমর্থকরা।

তবে বার বার পিছলে পড়লেও জকোভিচ কোন চোট পাননি। উল্টে প্রতিপক্ষের বাধা কাটিয়ে সহজেই তৃতীয় রাউন্ডে উঠে গেলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার কেভিন অ্যান্ডারসনকে ৬-৩, ৬-৩, ৬-৩ ফলে কার্যত খড়কুটোর মতন উড়িয়ে দিলেন তিনি।

ইউরে কাপে সুইডেনকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ইউক্রেন

গ্লাসগো, ৩০ জুন (হি.স.) : এবারের ইউরো কাপে আরেক বিপত্তি ঘটল। ফ্রান্স, পর্তুগাল বা জার্মানির মত ইউরোপিয়ান প্রথম শ্রেনির দল মতই এবার ইউক্রেনের কাছে হেরে এবছরের মত ইউরো কাপ থেকে বিদায় নিল সুইডেন।

গ্লাসগোর হ্যাম্পডেন পার্ক স্টেডিয়াম ইউক্রেন কোচ আন্দ্রে শেভচেঙ্কোর কাছে খুব পয়া নয়। খেলোয়াড় জীবনে তিনি এই মাঠে স্কটিশদের কাছে ১-৩ হেরেছিলেন। সেই মাঠেই মঙ্গলবার রাতে কোচ হিসেবে ৫০তম ম্যাচে সফল শেভচেঙ্কো। ২-১ গোলে সুইডেনকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল দল।

২৭ মিনিটে সুইডেন বক্সে ইয়ারমোলেঙ্কোর পা ঘুরে বল আসে অরক্ষিত থাকা জিনচেঙ্কোর কাছে। জোরালো শটে তিনি এগিয়ে দেন ইউক্রেনকে। ৪৩ মিনিটে সুইডেনের আলেকজান্দার ইসাকের থেকে বল পেয়ে ২৫ মিটার দূর থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে সমতা ফেরান এমিল ফর্সবার্গ। বিরতির পরেই গোলের জন্য মরিয়া হয় সুইডেন। এই সময় দু'বার পোস্টে লেগে ফেরে ফর্সবার্গের শট। কিন্তু নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনও দল গোল করতে না পারায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্ত সময়ে জিনচেঙ্কোর ক্রসে মাথা ছুঁয়ে ইউক্রেনকে জয় এনে দেন আর্তেম দভবিক। শেষ আটে এবার তাঁদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।

গোড়ালিতে চোট, উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় সেরিনার

লন্ডন, ৩০ জুন (হি.স.): পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়ে উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গেলেন সাত বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন সেরিনা উইলিয়ামস। সেরিনার অধরাই থেকে গেল মার্গারেট কোর্টের ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের বিশ্বরেকর্ড। মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে সেরিনার সামনে ছিলেন আলিয়াকজান্দ্রা সাসনোভিচ। প্রথম সেটে শুরুতে বেলারুশের প্রতিপক্ষের সার্ভিস ব্রেক করে ৩-১ গেমে এগিয়ে যান সেরিনাই। কিন্তু এরপরই হঠাৎ বাঁ পায়ের গোড়ালি বাজে ভাবে মচকে ফেলেন তিনি। চিকিৎসার জন্য কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। এরপর ফিরে এসে দু"টি গেম হারেন। ৩-৩ অবস্থায় তিনি পড়ে যান। চেয়ার আম্পায়ার তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেন। কিন্তু ওই অবস্থায় তাঁর পক্ষে আর খেলা সম্ভব হয়নি। চোখের জলে সেন্টার কোর্টকে বিদায় জানান ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

Annexure-I

অলিম্পিক কুইজ- "রোড টু টোকিও ২০২০" এর পুনরনির্ধারিত তারিখ

অনিবার্য্যকারণ বসত ৫, ৬ ও ৭ই জুলাই, ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক কুইজ - "রোড টু টোকিও ২০২০" এর প্রতিযোগিতা আগামী ৬, ৭ ও ৮ই জুলাই, ২০২১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। স্থান, সময় ও নিয়মাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

(Paimeng Mong)
Dy. Director & H.O.
Directorate of Youth Affairs & Sports
Shiksha Bhavan, Office Lane,
Agartala, West Tripura
ICA-D-438/2021-22

PNIT NO: ePT20/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 25.06.2021
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 05.07.2021 for 01 (One) No. project under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-1164/2021-22

ANNEXUR-"A"
NOTICE INVITING TENDER (2nd Call)
On behalf of the Hon'ble Governor of Tripura, the undersigned is hereby invited sealed cover quotation from the bonafied suppliers/ firms/agencies for supplying Store Goods and Logistic Support articles (total 853 items) for General Store required by the Superintendent of Police, Unakoti District, Kailashahar for the year 2021-2022.
A copy of Tender Notice may be obtained from the office of the undersigned on any working day during office hrs up-to 1600 hrs. The closing time/date of the tender is **at 1600 hrs on** 14/07/2021 and the Tender/quotation may be opened on the same day, **if possible.**
Detail NIT and terms and condition may also be seen at following web site www.tripura pelice.nic.in.

Superintendent of Police
Unakoti District, Kailashahar,
Tripura.
ICA-C-1159/2021-22

NO.F.7(149)-IGMH/PS/16 Dated, Agartala the 25/ 6 /21.
Short Notice Inviting Quotation
Sealed quotation are invited in **2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid)** by the undersigned on the 49eh'dif of the Government of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/ Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for **providing of AMC services of Desktop computer- sets (with spear parts & without spear parts)** of I.G.M. hospital, Agartala for the year 2021-22.
The quotation form with detailed description of work & terms and conditions will be available from the Medical ,Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from **11:00 to 15:00ours, free of cost upto 6/7/21.**
The quotation would be received at the office of the undersigned upto **16:00 hours 6/7/21 by speed post/Courier Service/By Hand** and will be opened on next working day. in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala.
ICA-C-1151/2021-22

F.13 (195)/DM(D)/EX/SETT/2019-20/(P-I)/419-21 Dated, /06/2021
PRESS NOTICE INVITING E-TENDER
The Collector of Excise, Dhalai invites **Online Tender** through the Tripura tenders Portal at https://tripuratenders.gov.in from the interested bidders who are requested to quote their rate/bid for **Kulai County Liquor Shop under Dhalai District for the part of the Financial Years 2021-22 & 2022-23.**
Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in.
The interested bidders are requested to download and to go through the instructions/terms conditions/critical -dates/eligibility criteria noted in the DNIT minutely.
Eligible bidders shall participate in bidding only through website https://tripuratenders.gov.in. The e-procurement portal will not allow any bidder to attempt bidding, after the schedule date and time of bid submission is over. Submission of bids physically is not permitted.
The last date of e-bidding is up to 5.30 PM of 19/07/2021 and e-tender will be opened at 11.00 AM of 20/07/2021 in the office of the undersigned.
All future Addendum/ Corrigendum pertaining to this tender, if issued, shall be made available only in the https://tripuratenders.gov.in portal.

(GOVEKAR MAYUR RATILAL, IAS)
Collector of Excise
Dhalai District
ICA-C-1157/2021-22

TRIPURA TRIBAL ARIAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
KHOWAI DIVISION:: PWD AMPURA.
PRESS NOTICE INVITING TENDER N0:-01/ EEIKHW I ADC/ 2021.22/ dt.28-06-2021.

Sealed percentage rate tenders are invited in PWD Form-7 by the Executive Engineer, Khowai Division , TTAADC PWD Ampura on behalf of TT AA DC authority from bonafied resourceful construction Agencies/ firms registered in appropriate class of TTAADC/any Slate PWD/ CPWD/ MES/ Railway P & T upto **3.00 PM. on 16-07.2021** for the following work.-

SL No	DNIT NO.	Name of work	Estimated Cost in Rs.)	Earnest Money 1% of Estimated Cost (in Rs)	Time Allowed for Completion	Last date of received of Application	Last date of Issue of Tender form & its cost.	Dropping date/ & opening date & time
01		02	03	04	05	06	07	08
01.	06/EE/KHW/ADC/2020-2021 Dt.02/03/2021.	Maintenance of brick soling from Marahaduk main road to Judepha bari under Baijalbari Sub-Zone during the year 2020-21	Rs.5,84,363.00	Rs.5,844.00	45(Forty five) days	09-07-2021	14- 07- 2021 Rs .1,000.00	16 -07-2021 up to 3.00 P.M.& 19-07-2021 , 12.30 PM if possible .
02	07/EE/KHW/ADC/2020-2021 Dt.02/03/2021.	Maintenance of road from Laltila-Duski PMGSY road to Magraisardar para under Uttar Pulinpur ADC village and Duski Sub-Zone during the year 2020-21 (R.L= 1.00Km) /SH:- Constn. of RCC box cell of span 6.00m (2x3.00m).	Rs.15,50,382.00	Rs.15,504.00	120(one hundred twenty) days	09-07-2021	14- 07- 2021 Rs .1,000.00	
03	01/EE/KHW/ADC/2021-2022 Dt.19/04/2021.	Imp. of road from Chandra Kr. Para to Tulaiya para under Namanjoy ADC village, Mungiakami Sub-Zone within TTADC areas during the year 2020-21 (R.L=1.050 km)/ Construction of R.C.C Box cell 1(one) No of clear span 1.50m at ch. 0.350km and Bamboo palasiding ,L=40.00m at ch. 0.330km.	Rs.4,56,812.00	Rs.4,568.00	90(Ninety) days	09-07-2021	14- 07- 2021 Rs .1,000.00	
04	02/EE/KHW/ADC/2021-2022 Dt.26/04/2021.	Imp. of road from Ampura-Gangarai PMGSY road to Fulguna bari of Jalai Twisa VC under Baijalbari Sub-Zone during the year 2020-21 (R.L=0.65 km)/ Construction of R.C.C Box cell culvert (near the house of Sri Kumar Debbarma) of clear span 1.50m and width 2.00 mtr at ch. 0.50km.	Rs.5,49,937.00	Rs.5,499.00	90(Ninety) days	09-07-2021	14- 07- 2021 Rs .1,000.00	

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the office of the i).Executive Engineer, Khowai division,TTAADC, PWD, Ampura, Ii). Assistant Engineer Tulashiok Sub-Divisions Tulashiok, TTAADC. and iii) Assistant Engineer, Munglakami Sub-Division, Mungiakami, TTAADC, during office hours on any working days up to 1600hrs of 09-07-2021 and TTAADC website.

(Er. J. Debbarma)
Executive Engineer
Khowai Division, TTAADC
PWD, Ampura .
TTAADC/ICA&T/C-14/2021

বিধায়ক সুধন দাসের উপর হামলার প্রতিবাদে বুধবার আগরতলায় মিছিল ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ প্রকল্পে প্রত্যেক জেলায় সুবিধাভোগীদের সহায়তা দেয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম/ উদয়পুর/ বিলোনীয়া/ তেলিয়ামুড়া, ৩০ জুন।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৩টি মহকুমায় ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৬৩টি দুঃস্থ পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজে খাদ্য সামগ্রী ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,৪৪,৫১৮টি পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। তিনি জানান, বিভিন্ন শ্রমজীবি অংশের ৯টি ক্যাটাগরির পরিবারকে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এই প্যাকেজে সহায়তা আগে পায়নি এমন পরিবার রয়েছে ৭,১২৯টি। এরমধ্যে জিরানীয়া ও মোহনপুর মহকুমায় এই প্যাকেজের সহায়তা দেওয়ার কাজ শেষ। আগামীকাল থেকে সদর মহকুমায় সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

এদিকে, উদয়পুর মহকুমায় চিফ মিনিস্টার কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ স্কিমের আওতায় ৫২,৮৮৫টি পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহকুমার ১২৬টি রেশনশপের মাধ্যমে এই রিলিফ প্যাকেজ তথা খাদ্য সামগ্রী সুবিধাভোগী পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গতকাল পর্যন্ত ৩২ হাজার ৬৬টি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি চিহ্নিত পরিবারগুলির মধ্যে খুব শীঘই রিলিফ প্যাকেজ তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে কিল্লাস্থিত উদয়পুর পুর পরিষদের আওতায় চিহ্নিত সকল পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী সম্বলিত প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, হোম আইসোলেশনে রয়েছে এমন ৮০টি পরিবারকে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। বর্তমানে উদয়পুর মহকুমায় একটি কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে। কোভিড টিকা গ্রহণ ও পরীক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, মোট ৫২,৪৪৫টি পরিবারের মধ্যে এ এ ওয়াই ৯,১৪২টি, প্রায়োরিটি গ্রুপের ৩৪,৪৩৭টি, ডিজার্ভিং পরিবার ২,৭৯৯টি এবং অন্যান্য ৯টি ক্যাটাগরির ৬,৫০৭টি পরিবার রয়েছে।

তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ প্রকল্পে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ২৮ হাজার ৮১৬টি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট দেওয়ার কাজ চলছে। তাছাড়া উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১ হাজার টাকা করে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই মহকুমার ১৩ হাজার ১২২ পরিবারে মুখ্যমী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ প্রকল্পের খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট সংশ্লিষ্ট রেশনশপের মাধ্যমে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

মহকুমা শাসক জানান, পরিযায়ী শ্রমিক, অটো চালক, ক্ষৌর কর্মী, স্ট্রিট ভেণ্ডার সহ বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তির পক্ষ ন্যায্যমূল্যের দোকানে গিয়ে এই খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে কোন সমস্যা তৈরি হলে সেক্ষেত্রে তাদের বাড়িতে খাদ্য সামগ্রীর এই প্যাকেটগুলি পৌঁছে দিতে ভলন্টিয়ার সহ প্রায় ৫০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফুড ইন্সপেক্টর রনজিৎ কুমার দাস।

অন্যদিকে, সিপাহীজলা জেলায় ৮২ হাজার ৭২৮টি পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল রিলিফ প্যাকেজ প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। জেলার অন্তর্গত সোনামুড়া মহকুমায় ২২ হাজার ৫৫৮টি, বিশালগড় মহকুমায় ৮ হাজার ৮৭৩টি এবং জম্পইজলা মহকুমায় ৬ হাজার ৪১৩টি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১ হাজার টাকা করে সরাসরি ট্রান্সফার করার প্রক্রিয়াও চলছে। আজ সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এই সংবাদ জানান। ৩ জলাইয়ের মধ্যে অবশিষ্ট সুবিধাভোগীদের বাড়িতে গিয়ে খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, সিপাহীজলা জেলায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে মিশন মুডে কাজ করছে। এরই ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট জেলার অন্তর্গত ২টি ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। জেলার স্বাস্থ্য কর্মীদের টিকাকরণ ১০০ শতাংশ, প্রথম সারির কর্মীদের ৮১ শতাংশ, ৪৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সসীমার নাগরিকদের ৭৮.৯৫ শতাংশ, ৬০ উর্দ্ধ নাগরিকদের ৮৬.০৯ শতাংশ এবং ১৮ থেকে ৪৪ বছরের নাগরিকদের ৫১ শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, জেলায় বর্তমানে ৩৪৫ জন করোনা সংক্রমিত রোগী রয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রঞ্জন বিশ্বাস ও জেলার টিকাকরণ আধিকারিক ডা. অরিজিৎ সিনহা।

৪৫-হাজারের উর্ধ্বে দৈনিক সংক্রমণ কোভিডে ভারতে ৮১৭ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল কোভিডের আগ্রাসন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের ৪৫-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫,৯৫১ জন, এই সময়ে ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৮১৭ জন করোনা-রোগী। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬০ হাজার ৭২৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৫,৫৯৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৩৭,০৬৪ জন (১.৭৭ শতাংশ)।

কোভিড টিকাকরণ দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩৩,২৮,৫৪,৫২৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩৬,৫১,৯৮৩ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮১৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৯৮,৪৫৪ জন (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,৬০,৭৫৭। নতুন করে ৪৫,৯৫১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৩,৬২,৮৪৮।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬০ হাজার ৭২৯ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৪,২৭,৩৩০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৬.৯২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫২৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ জুন সারা দিনে ভারতে ১৯,৬০,৭৫৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪১,০১,০০,০৪৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,৬০,৭৫৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ৯৫১ জন।

বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৫,৫৯৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৩৭,০৬৪ জন (১.৭৭ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬০ হাজার ৭২৯ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৯৮,৪৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮১৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৯৪,২৭,৩৩০ জন (৯৬.৯২ শতাংশ)।

আফগানিস্তানে ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জারি করল নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): আশঙ্কা সত্যি করে আবারও আফগানিস্তানের দখল নিতে চলেছে তালিবান। এহেন পরিস্থিতিতে সে দেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জারি করল নয়াদিল্লি।

আফগানিস্তানে প্রায় দু'দশকের 'সন্ত্রাস বিরোধী' লড়াইয়ে ছেদ টানার পথে আমেরিকা। 'কাবুলিওয়ালার দেশ' থেকে পাততাড়ি গোটাচ্ছে মার্কিন ফৌজ। এই অবস্থায় আফগানিস্তানে ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনাকে নজরে রেখে মঙ্গলবার একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে কাবুলের ভারতীয় দূতাবাস। সেখানে বলা হয়েছে, অপহরণ করা হতে পারে ভারতীয় নাগরিকদের। ফলে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। উদ্বেগ উসকে দূতাবাসের জারি করা সতর্কবার্তায় স্পষ্ট লেখা আছে, "আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাচ্ছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। তাদের নিশানায় রয়েছে সেনাবাহিনী, সরকারি দফতর ও সাধারণ মানুষ। এসব ঘটনা থেকে ভারতীয় নাগরিকরা ছাড় পাবেন বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। বিশেষ করে অপহরণের ভয় রয়েছে। তাই সে দেশে কর্মরত বা ঘুরতে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।" শুধু তাই নয়, নির্দেশিকায় ভারতীয়দের অপ্রয়োজনীয় সফর না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মিলিটারি কনভয় বা সেনা চৌকি থেকে ভারতীয় নাগরিকদের দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলফা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে সমান কার্যকরী কোভ্যাক্সিন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন (হি.স.) : ভারত বোয়াটেকের তৈরি করোনার টিকা কোভ্যাক্সিন আলফা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টেও সমানভাবে কার্যকরী। অর্থাৎ এই টিকা নিলে কোভিডের নয়া শক্তিশালী ভ্যারিয়েন্ট থেকেও সুরক্ষিত থাকা সম্ভব। এমনটাই জানাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা (এনআইএইচ)।

১৮ ঊর্ধ্বে প্রত্যেকের জন্যই যে কার্যকরী একমাত্র দেশীয় টিকা কোভ্যাক্সিন, সর্বশেষ ট্রায়ালের পর তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। তৃতীয় ট্রায়ালের পর জানানো হয়েছিল, উপসর্গযুক্ত করোনা রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ৭৮ শতাংশ এবং মুমূর্ষু রোগীদের জন্য ১০০ শতাংশ কার্যকরী এই ভ্যাকসিনটি। অন্যদিকে উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ কার্যকরী এটি। এবার আমেরিকার ন্যাশনাল হেল ইনস্টিটিউশন নিশ্চিত করল, এই ভ্যাকসিন নিলে শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, তা অনায়াসেই বি১.১.৭ (আলফা) এবং বি ১.৬১৭ (ডেল্টা) ভ্যারিয়েন্টকে খতম করে। কোভ্যাক্সিন নিয়েছেন, এমন ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষা করে এর প্রমাণ পেয়েছেন বলে জানান ইনস্টিটিউটের গবেষকরা। যা নিঃসন্দেহে দেশবাসীর কাছে স্বস্তির খবর। এখনও পর্যন্ত মোট আড়াই কোটি মানুষ এই ভ্যাকসিন পেয়েছেন। গবেষকদের দাবি, আরও বেশি পরিমাণ কোভ্যাক্সিন দেওয়া গেলে অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্রুত এগোনো সম্ভব হবে।

তবে এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে, ভারত বোয়াটেকের সঙ্গে ৩২৪ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি বাতিল করেছে ব্রাজিল। মঙ্গলবার সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে ভারতীয় সংস্থাটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। বলা হয়, কোভ্যাক্সিনের দু'কোটি ডোজ কেনার কথা থাকলেও দুর্নীতিতে নাম জড়ানোর কারণেই আপাতত চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি আরও বিস্তারিত খতিয়ে দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

২-হাজার ছুঁইছুঁই দৈনিক মৃত্যু, ব্রাজিলে ৬৪ হাজারের উর্ধ্বে সংক্রমণ

রিও ডি জেনেইরো, ৩০ জুন (হি.স.): ব্রাজিলে ফের অনেকটাই বাড়ল কোভিডে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ২-হাজার ছুঁইছুঁই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,৯১৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ১৬ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪ হাজার ৯০৩ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,৫১৩,৩০৫ জন। সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই আগের দিনের তুলনায় বেড়েছে ব্রাজিলে। আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে অনেকটাই বেড়েছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, মঙ্গলবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৬৪,৯০৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৮,৫১৩,৩০৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,৯১৭ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ১১৯ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৬,৭৭৯,১৩৬ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,২১৮,০৫০ জন।

পঃবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট

কলকাতা, ৩০ জুন (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতোই রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছিল কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল। বুধবার শুনানিতে আদালতে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনজীবীর দাবি, আদালত অবমাননা করেছে রাজ্য। পাশাপাশি ভোট-পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দিল সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল।

রাজ্যে ভোট পরবর্তী অশান্তি মামলায় বুধবার হাইকোর্টের শুনানিতে রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনজীবী। তিনি বলেন, "যাদবপুরে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে তদন্তে গিয়েছে বাধার মুখে পড়েন কমিশনের সদস্যরা। তাঁদের উপর হামলা হয়। এটা আদালত অবমাননার সামিল"।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পাল্টা সওয়াল, "কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। কমিশনের সদস্যদের প্রয়োজনমতো সবকিছুরই ব্যবস্থা করেছে সরকার"। শুনানিতে উত্থাপন করলেও ওই বিষয়টি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে কি না তা অবশ্য জানা যায়নি।

হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ জানিয়েছে, এই রিপোর্ট এখনই প্রচার করা হবে না। ২ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন আরও বিস্তারিত রিপোর্ট পেলে তবেই তার ভিত্তিতে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে।

রাজ্যে ভোটপরবর্তী হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আগেই একটি মামলা হয়। সেই মামলার ভিত্তিতে এন্টালি বিধানসভা এলাকার বহু ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের ফেরায় পুলিশ। হাইকোর্টের তরফে তখনই, ঘরছাড়াদের ফেরাতে ৩ সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় আদালত। ওই কমিটিতে জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যরা শামিল ছিলেন। সরাসরি যাতে ওই কমিটির কাছে অভিযোগ পৌঁছয়, তার জন্য একটি ইমেল আইডি-ও চালু করা হয়। সূত্রের খবর, তাতে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার ২৪৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে।

সেই মামলার পরবর্তী শুনানিতে রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে সিলিন্ডার ফেটে বাড়িতে আগুন, ধোঁয়া ও দগ্ধ হয়ে মৃত ৪

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (হি.স.): দিল্লির শাহদারায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে বাড়িতে আগুন লেগে ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টে ও দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন। এছাড়াও আরও একজন আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শাহদারার ফর্শ বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, 'গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে মঙ্গলবার রাতে শাহদারার ফর্শ বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে। আগুনে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন জখম হয়েছেন।'

দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে ফোন করে জানানো হয়, ফর্শ বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন ধরে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৯টি ইঞ্জিন। গ্যাস লিকেজের জেরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টে ও দগ্ধ হয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন ২৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন। মৃতদের নাম-মুন্নি দেবী (৪৫), নরেশ (২২), ওমপ্রকাশ (২০), সুমন (১৮)। লাল চন্দ (২৯) গুরুতর জখম হয়েছেন।

ফের সাফল্য, কাশ্মীরের কুলগামে এনকাউন্টারে নিকেশ দু'জন জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩০ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দু"জন সন্ত্রাসবাদী। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার চিম্মের এলাকার ঘটনা। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় কুলগাম জেলার চিম্মের এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার দুপুর থেকে ওই এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনী। জঙ্গিরা যেখানে লুকিয়ে ছিল, সুরক্ষা বাহিনী সেখানে পৌঁছনো মাত্রই গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। এরপরই শুরু হয় গুলির লড়াই। গুলির লড়াইয়ের পর নিকেশ হয়েছে দু"জন লস্কর জঙ্গি। এনকাউন্টার স্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।

কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পারিমপোরার মালহোরা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানে নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কমান্ড বুধবার জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পারিমপোরার মালহোরা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু"টি একে-৪৭ রাইফেল এবং অন্যান্য সামগ্রী।

অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে তল্লাশি অভিযানের সময় শুটআউটে আহত হয়েছেন একজন সৈনিক। হোয়াইট নাইট কর্পসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজৌরি জেলার সুন্দেরবানি তেহসিলের ডাড্ডাল গ্রামে মঙ্গলবার রাতে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় শুটআউটে আহত হয়েছেন একজন সৈনিক। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতিবিধি সম্পর্কে জানার পরই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। আহত সেনা জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সীমান্তে ফোটাশ্যুটের নামে বাংলাদেশি যুবতীদের এদেশে আনছে নারী পাচার চক্র

নদিয়া, ৩০ জুন (হি.স.): সাধারণ গ্রামের মেয়ে থেকে অভিনেত্রী হয়ে ওঠার সুযোগ। কিন্তু সেই ফোটাশ্যুটের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় আসতে হবে। এভাবেই ফোটাশ্যুট কিংবা ছোটপর্দায় অডিশনের টোপ দিয়ে বাংলাদেশি যুবতীদের এদেশে আনছে নারী পাচার চক্র।

কাজ হাসিল করতে সীমান্তে প্রতিনিয়ত নতুন ফন্দি আঁটছে পাচারকারীরা। এজন্য তারা দুই দেশের সীমান্ত লাগোয়া বসতিপূর্ণ গ্রামঅঞ্চল ঢাল করতে চাইছে। এমনকি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সন্দেহ এড়াতে অনেক সময় যুবতীদের ছেঁড়া পোশাক কিংবা পুরনো পোশাক পরিয়ে বিভিন্ন অছলিয়া সীমান্ত পার করা হচ্ছে। তারা যে বাংলাদেশের সীমান্ত পার করে ভারতে ঢুকেছে তা টের পাচ্ছে না। সম্প্রতি বেশকিছু ঘটনায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বেশকিছু জেলায় বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

পাশাপাশি মানব পাচার রোধে সীমান্তবর্তী এলাকায় "অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট"কে আরও বেশি তৎপর করা হচ্ছে। বিএসএফের ৮২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডিং অফিসার সঞ্জয়প্রসাদ সিং বলেন, মানব পাচারকারীরা বর্তমানে প্রতিনিয়ত নতুন ফন্দি আঁটছে। যে কারণে ওই দেশের নিরীহ মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে এদেশে নিয়ে এসে অন্ধকার জগতে ফেলে দিচ্ছে পাচারকারীরা। বিভিন্ন সময় তারা সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সাতক্ষীরার সীমান্ত দিয়ে ছয় যুবতীকে এদেশে পাচার করা হয়। এজন্য বেশ কিছুদিন সময়ও লাগে। ওই যুবতীদের ফটোশুটের নামে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়ে আসে পাচারকারীরা। তারপর কাঁটাতারহীন গ্রামের পথ ধরে তাদের এদেশে পাচার করা হয়। এমনকী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই বিএসএফের ভয় দেখিয়ে তাদের ছেঁড়া পোশাক পরতে বাধ্য করে। এই কাজে দুই দেশের একাধিক ব্যক্তিকে ক্যারিয়ার হিসেবেও কাজে লাগানো হয়। আরও জানা গিয়েছে, ওই যুবতীদের এদেশে নিয়ে এসেই রাতারাতি আধার কার্ড তৈরীর ব্যবস্থা করে পাচারকারীরা। এরপর মুম্বই, চেন্নাইয়ের মতো পশ্চিমী শহরে পাঠানো হয়। এভাবে তাদের বেশ কয়েকবার হাতবদল করা হয়।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নদিয়া, মালদহ উত্তর ২৪ পরগনা প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলায় মানব পাচারের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। কখনও ফেসবুকের ফাঁদ পেতে, প্রেমের সম্পর্ক গড়ে বাংলাদেশি যুবতীকে বিয়ে করেছে এদেশের যুবক। তারপর ওই দেশ থেকে যুবতীকে এনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে অন্ধকার জগতে। কখনও আবার অভিনেত্রী কিংবা মডেলিংয়ের প্রলোভনে ফাঁদে ফেলে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে আনা হচ্ছে সেদেশের যুবতীদের। পরবর্তীতে তাঁদের অনেকেরই ঠিকানা হয়েছে আরব সাগরের তীরে বাণিজ্য নগরীর অন্ধকার কুঠরীতে।

সম্প্রতি পাচার হওয়া এমনই এক যুবতী অন্ধকার জগত থেকে বাঁচতে চোরাপথেই বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছে। সে ইতিমধ্যেই ওই দেশের হাতিরঝিল থানায় পাচারকারীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করে। এরপরই এব্যাপারে তৎপর হয় দু"দেশেরই সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও গোয়েন্দারা।বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।